# দশমঃ স্কন্ধঃ

## চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্ববদাবৃতাঃ।
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥

১। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুকঃ উবাচ—ততঃ (অনন্তরং) পূর্ব্ববৎ বহিঃ অন্তঃ সর্ব্বাঃ পুনরদ্বারঃ আবৃতাঃ (রুদ্ধাঃ বভুবুঃ) গৃহপালাঃ (দ্বাররক্ষকাঃ) বালধ্বনিং (সদ্যজাত শিশুরোদন শব্দং) শ্রুত্বা সমুত্থিতাঃ (উত্থিতাঃ) [বভুবুঃ]।

১। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! ভিতর-বাইর সকল পুরদ্বার পূর্বের ন্যায় মায়া প্রভাবে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গেল। এই সময়ে কারারক্ষীগণ সদ্যোজাত শিশুর কান্নার শব্দ শুনে উদ্যত-অস্ত্র হস্তে উঠে পড়ল।

---

১। **শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকা ঃ** আবৃতা লগ্না বভূবুঃ স্বয়মেব, ততস্তদনন্তরমেব বালস্য বালজাতের্ধ্বনিং জাতমাত্রস্য স্বভাবতো রোদনশব্দম্; অতঃ সামান্যতো ন স্ত্রীত্বম্। গৃহপালা রক্ষিণঃ, শ্লেষেণ কুকুরা ইব, সম্যক্ সাবধানমুদ্যতাস্ত্রতয়োত্থিতাঃ ॥ জী° ১ ॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ আবৃতা**—আপনাআপনি লেগে গেল পুরদ্বার। **ততঃ**—তারপর। **বালধ্বনি**—বালকজাতির ধ্বনি—সদ্যজাত শিশুর স্বভাব-সুলভ রোদন ধ্বনি। **গৃহ-পালাঃ**—দ্বাররক্ষক। অর্থান্তর কুকুরের মতো **সমুত্থিতা**—সম্যক্+উত্থিতা—সাবধানে অস্ত্র উচিয়ে উঠে পড়লো ॥ জী° ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মায়াবাক্যেন কংসস্যানুতাপো দেবকী ক্ষমা। দুর্মন্ত্রিভির্মন্ত্রণা চ চতুর্থে কথ্যতে কথা ॥ বালধ্বনিং জাতমাত্র বালক-রোদনশব্দম্। গৃহপালাঃ শ্বান ইব ॥ বি° ১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মায়ার বাক্যে কংসের অনুতাপ, দেবকীর কংসকে ক্ষমা, দুষ্ট মন্ত্রীগণের কংসকে মন্ত্রণা দান, ইত্যাদি কথা চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। **বালধ্বনিং**—জাতমাত্র বালকের রোদন ধ্বনি। **গৃহপালাঃ ইত্যাদি**—কারারক্ষীগণ কুকুরের মতো হুট্ করে উঠে পড়ল ॥ বি° ১ ॥

২ তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ।
আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে॥
৩। স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ।
সূতীগৃহমগাৎ তূর্ণং প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ॥

২। **অন্বয় ঃ** তে (কারারক্ষকাঃ) তু তূর্ণং (শীঘ্রং) উপব্রজ্য (গত্বা) ভোজরাজায় (কংসায়) দেবক্যাঃ তৎ গর্ভজন্ম আচখ্যুঃ (উচুঃ) যৎ (যস্মাৎ) উদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে।

২। **মূলানুবাদ ঃ** উঠে পড়েই রক্ষীগণ ঝটিতি কংসের নিকট গিয়ে দেবকীর অষ্টম সন্তানের কথা তার কাছে নিবেদন করলো—কংস তো উদ্বিগ্ন হয়ে এরই জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

৩। **অন্বয় ঃ** সঃ (কংসঃ) তূর্ণং তল্পাৎ (শয্যাতঃ) উত্থায় অয়ং কালঃ (মম মৃত্যুরূপঃ) ইতি বিহ্বলঃ প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ (বিক্ষিপ্তগতি মুক্তকেশঃ) শীঘ্রং সূতীগৃহমগাৎ।

৩। **মূলানুবাদ ঃ** সংবাদটা পাওয়া মাত্র কংস ঝটিতি শয্যা থেকে উঠে পড়ে 'অহো এই তো আমার মৃত্যু', এরূপ ভয়বিহ্বল হয়ে স্খলিত পদে মুক্ত কেশে সত্বর সূতিকাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলো।

---

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** উপব্রজ্য তত্র তেষামনধিকারেঽপি সমীপে গত্বা ভোজরাজায় তং বিজ্ঞাপয়িতুম্॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ উপব্রজ্য**—উপ+ব্রজ্য—কংস যেখানে ছিলো, তৎকালে সেখানে যাওয়ার অধিকার কারারক্ষীদের না থাকলেও নিকটে গিয়ে কংসকে খবরটা নিবেদনের জন্য সেখানেই গেলো। নিকটে গিয়ে খবরটা দিল॥ জী০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদষ্টমং গর্ভজন্ম॥ বি০ ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তদষ্টমং গর্ভজন্ম**- কংসের মৃত্যুস্বরূপ সেই অষ্টম সন্তানের জন্ম॥ বি০ ২॥

৩ **জীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** কালঃ হন্তুং সময়োঽহম্, কিংবা সাক্ষান্মৃত্যুরয়মাগত ইতি, বিহ্বলো ভয়ব্যাকুলঃ; অতএব প্রস্খলন্ ইতস্ততো নিপতন্; উত্তরার্দ্ধে শীঘ্রং তূর্ণমিতি বা পাঠঃ॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কালোঽয়মিতি**—বধ করবার এইটিই কালঃ—উপযুক্ত সময়। অথবা, সাক্ষাৎ আমার মৃত্যু এই এল। **বিহ্বল** ভয়ব্যাকুল। অতএব **প্রস্খলন্** ইতস্ততঃ পা পিছলে পড়তে পড়তে॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ**কালঃ বালকং হন্তুময়মেব সময় ইতি। যদ্বা মম মৃত্যুরিতি ভয়েন॥বি৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই বালকের হত্যার 'কালঃ' ইহাই উপযুক্ত সময়। অথবা, ভয়ে কংস বলছে, এই বালক আমার 'কালঃ' আমার মৃত্যু॥ বি০ ৩॥

৪। তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।
স্নুষেয়ং তব কল্যাণ! স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি॥

৪। **অন্বয়ঃ** সতী দেবী (দেবকী) কৃপনা (অতি দুঃখিতা) তং ভ্রাতরং (কংসং) করুণং আহ—কল্যাণ (হে আয়ুষ্মন্) ইয়ং (কন্যা) তব স্নুষা (ভাবিপুত্রবধূঃ ভবিষ্যতি) স্ত্রিয়ং হন্তুং মা অর্হসি।

৪। **মূলানুবাদঃ** কংসকে দেখে সতী দেবকী অন্তরে খুসিতে ঝলমল করলেও সখীকন্যার বধ-আশঙ্কায় দুঃখিত হয়ে করুণভাবে বললেন—হে ধর্মবীর! এ কন্যা আপনার ভাবী পুত্রের বধূ হবে, একে বধ করবেন না।

---

৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকাঃ** ভ্রাতরমিতি—তং প্রতি তাদৃশোক্তৌ যোগ্যতা, তস্য তু দুরাত্মতোক্তা, করুণং যথা স্যাৎ। সতীতি—তস্যা বৈক্লব্যেন তস্য সানুগস্যাচিরাদেব নাশঃ সমুচিত এবেতি ভাবঃ। দেবী স্বপুত্রস্য গোপনং দিষ্ট্যৈব ময়া কৃতমিত্যন্তর্দ্যোতমানা প্রিয়সখ্যা যশোদায়াঃ কন্যকা-বধশঙ্কয়া কৃপণা দুঃখিতা চ সতী। 'তব স্নুষা পুত্রবধূর্ভবিষ্যতি' ইতি প্রথমং তাবল্লোভং জনয়তি। তদবজ্ঞায়াষ্টমগর্ভতামাশঙ্ক্য চ তামাচ্ছেত্তুমুদ্যতং প্রত্যাহ—স্ত্রিয়মিতি, অসমর্থামবধ্যাঞ্চেত্যর্থঃ। তচ্চ তব যুক্তমেবেত্যাহ—কল্যাণ হে ধার্ম্মিকেতি; যদ্বা, হে আয়ুষ্মন্ ইতি মৃত্যুভয়ং নিবর্ত্তয়তি, অষ্টমে গর্ভেঽস্মিন্ অবলায়া এব উৎপত্তেরিতি মৃত্যুভয়ং নিবর্ত্তয়তি॥ জী° ৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদঃ ভ্রাতরম্**—এই পদের ধ্বনি হচ্ছে—ভাই কিনা তাই তার প্রতি দেবকীদেবীর তাদৃশ উক্তিতে যোগ্যতা আছে; আরও, কংসের দুরাত্মতাও ধ্বনিত হল। **করুণং**—করুণভাবে। **সতী** 'সতী' পদের ধ্বনি হল, সতী নারীর দুঃখে কংসের অচিরেই সপরিজন নাশ সমুচিতই। **দেবী**—দ্যোতমানা ভাগ্য বলে নিজপুত্রের গোপনে আমি সমর্থ হয়েছি, এইরূপে ভিতরে ভিতরে দ্যোতমানা। প্রিয়সখী যশোদার কন্যার বধ শঙ্কায় **কৃপণা**—দুঃখিতাও হলেন দেবকীদেবী। **তবস্নুষা**—দেবকীদেবী বললেন, এ কন্যাটি তোমার পুত্রবধূ হবে, এরূপে কংসের এতদূর পর্যন্ত লোভ জন্মালেন প্রথমে। দেবকীদেবীর কথা অবজ্ঞা করত এবং এটি অষ্টমগর্ভ, এরূপ আশঙ্কাবশতঃ ঐ কন্যাকে বধে উদ্যত হলে দেবকীদেবী তাকে বললেন—**স্ত্রিয়ম্ ইতি**—এটি স্ত্রীজাতি, তোমাকে বধ করতে অসমর্থ এবং তোমার অবধ্য। স্ত্রীজাতি, বধ না-করা তোমার পক্ষে সমুচিতই বটে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**কল্যাণ**—তুমি যে ধার্মিক, স্ত্রীবধ করবে কি করে। অথবা, **কল্যাণ**—হে আয়ুষ্মন্। এই সম্বোধনে কংসের মৃত্যুভয় নিবারণ করা হচ্ছে এই অষ্টমগর্ভে অবলারই জন্ম হয়েছে, এরূপে মৃত্যুভয় দূর করা হচ্ছে॥ জী° ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** দেবী স্বপুত্রস্য গোপিতত্বাদন্তর্দ্যোতমানা। সখ্যাঃ কন্যেয়মপি জীবত্বিতি কৃপণা সতী তৎপ্রতারণে কোবিদা। স্নুষা তব ভাবিনঃ পুত্রস্যেয়ং বধূর্ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা। তদপি বলাদাচ্ছিদ্য জিঘৃক্ষন্তং তমাহ, স্ত্রিয়ং পশ্যেয়মবলা হে কল্যাণেতি স্ত্রীবধোত্থপাপেন তবাকল্যাণং মাভবত্বিতি ভাবঃ॥ বি° ৪॥

৫। বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ। শিশবঃ পাবকোপমাঃ।
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্॥
৬। নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্॥

৫ **অন্বয় ঃ** ভ্রাতঃ! দৈবনিসৃষ্টেন (কালপ্রেরিতেন) ত্বয়া পাবকোপমাঃ (অগ্নিবৎ তেজস্বিনঃ) বহবঃ শিশবঃ হিংসিতাঃ (হতাঃ) একা পুত্রিকা (কন্যা) প্রদীয়তাম্।

৫। **মূলানুবাদ** হে ভ্রাতঃ! আপনি কাল কর্তৃক প্রেরিত হয়েই আমার অগ্নিতুল্য তেজস্বী বহুপুত্র বধ করেছেন। এই শেষ কন্যাটিকে আমায় প্রদান করুন।

৬। **অন্বয়** ঃ অঙ্গ! (হে ভ্রাতঃ) অহং নন্থ তে অবরজা (কনিষ্ঠা) দীনা হতসুতা, (হে) প্রভো? মন্দভাগ্যায়ৈ ইমাং চরমাং (শেষভূতাং) প্রজাং (কন্যাং) দাতুম্ অর্হসি।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ হে প্রভু অঙ্গ! আপনার ছোট বোন আমি অতি কাতর হয়ে পড়েছি, এই সন্তানগুলি নিহত হওয়াতে; অতএব পুত্রভাগ্যহীনা আমার আপনার অনিষ্ট করতে অক্ষমা এই সদ্যজাত কন্যাটিকে ভিক্ষা দিন।

---

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দেবী**—দ্যোতমানা অর্থাৎ খুসীতে ঝলমল। কেন? নিজপুত্র গোপন করা হেতু খুসী। সখীর এ-কন্যাও বাঁচুক, দেবীর এইরূপ মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, 'কৃপণা' অর্থাৎ দুঃখিতা শব্দে। কংস-প্রতারণে দেবী সতী অর্থাৎ পণ্ডিত। **স্নুষেয়ং তব**—এটি তোমার ভাবীপুত্রের বধূ হবে। এ কথা জানার পরও বলে ছিনিয়ে নেওয়ার উপক্রম করলে দেবী বললেন—**স্ত্রিয়ং**—দেখ এটি একটি অবলা কন্যা—স্ত্রীবধার্থ পাপে তোমার অকল্যাণ না হয়, এইরূপ ভাব॥ বিং ৪॥

৫। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** ভ্রাতরিতি, স্নেহং জনয়তি পাবকবত্তেজস্বিনঃ। বহব ইতি —নির্দ্দয়ত্বমুক্ত্বা শঙ্কমানাহ—দৈবেতি। একেতি—গূঢ়োপালম্ভং দৈন্যম্॥ জীং ৫॥

৫। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভ্রাত ইতি**—ভাই সম্বোধন করা হলো নিজের প্রতি স্নেহ জন্মাবার জন্য। **পুত্রিকা+একা**—এখানে 'একা' শব্দে গূঢ় তিরস্কার-মিশ্র দৈন্য প্রকাশ হচ্ছে। [শ্রীসনাতন বৃং তোষণী—'একা' বার্দ্ধক্য বশতঃ পরে আর সন্তানের সম্ভাবনা নেই, এইটিই শেষ।] ॥জীং৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বহব ইতি। নির্দ্দয়ত্বমুক্ত্বা শঙ্কমানাহ দৈবেতি মমৈবৈতদ্দুরদৃষ্টং তব কো দোষ ইতি ভাবঃ প্রদীয়তামিত্যনে ত্বয়াপি মাং শূন্যক্রোড়াং মাকুর্ব্বিতি দৈন্যম্॥ বিং ৫॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বহবো**—আমার বহুপুত্র বধ করেছেন, এই কথাটা বলেই ভয় হলো, তার ক্রুরতা রূপ নিন্দাবাক্য শুনেই-না কংস রেগে উঠে, তাই বললেন—**দৈব ইতি**—ভাই, আপনি আর কি করবেন, এ আমার দুরদৃষ্ট বশতঃই হয়েছে। **প্রদীয়তাম**—আচ্ছা যা হবার হয়ে গিয়েছে, আপনি আমাকে এই কন্যাটিকে দিন, শূন্য ক্রোড় করবেন না—এইরূপে দৈন্য প্রকাশ করা হয়েছে॥

## শ্রীশুক উবাচ।

**৭। উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ।**
**যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছেদে খলঃ॥**

**৭। অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—এবং আত্মজাং (কন্যাং) উপগুহ্য (স্বক্রোড়ে আচ্ছাদ্য) দীনদীনবৎ (অতীবকাতরবৎ) রুদন্ত্যা (ক্রন্দন্ত্যা দেবক্যা) যাচিতঃ খলঃ (ক্রূরঃ কংসঃ) তাং (দেবকীং) বিনির্ভর্ৎস্য (তিরস্কৃত্য) হস্তাৎ আচিচ্ছেদে (বলাৎ আচকর্ষ)।

**৭। মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুক বললেন—কন্যাটিকে স্বকন্যাবৎ বক্ষে লুকিয়ে রেখে দীনদীনবৎ কাঁদতে কাঁদতে পূর্বোক্ত প্রকারে যাচ্ঞাকারিণী দেবকীকে নির্দয়ভাবে ভর্ৎসনা করত তাঁর হাত থেকে কন্যাটিকে ছিনিয়ে নিলো সেই খল।

---

**৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** কার্পণ্যাৎ স্নেহমুৎপাদয়ন্তী পুনরপি তথৈব প্রার্থয়তে, নন্বিতি নিশ্চয়ে, হি যতঃ, দীনা বন্ধনাগারবাসাদিনা, প্রভো হে অদেয়দানেঽপি সমর্থ, মন্দায়ৈ পুত্রভাগ্যহীনায়ৈ, মে মহ্যম্। ইমামিতি পাঠে ইমামপীত্যর্থঃ, সদ্যোজাতাং কিঞ্চিদপি কর্তুমক্ষমাং, ন তু অষ্টমগর্ভত্বাদিয়ং কন্যাবশ্যহন্তব্যা, যতশ্চরমাং বার্দ্ধক্যেন ত্বদ্ভয়েনাপ্যন্যাপত্যোৎপত্তি-সম্ভাবনানিবৃত্তেঃ॥ জী° ৬॥

**৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কাতরতা হেতু কংসের চিত্তে স্নেহ উৎপাদন করতে করতে পুনরায়ও পূর্বের মতোই প্রার্থনা করলেন। নন্থ—নিশ্চয়ে। **হি**—যেহেতু **দীনা**—কারাগার-বাসাদি হেতু। **প্রভো**—হে অদেয় দানেও সমর্থ। **মন্দায়ৈ** এই পুত্র ভাগ্যহীনা **মে**—আমাকে। 'মে' পাঠ না থেকে যদি 'ইমাং' পাঠ থাকে তবে অর্থ হবে ইমাং=ইমাম্+অপি=এই সদ্যোজাত কন্যাটিকে ভিক্ষা দিন, যে এক ফোটাও অনিষ্ট করতে অক্ষমা। অষ্টমগর্ভ বলে এই কন্যা অবশ্য বধার্হ, এরূপ বলবেন না—যেহেতু এটি আমার **চরমাং প্রজাম্**-শেষ সন্তান—বার্ধক্য বশতঃ এবং আপনার ভয়ে অন্য সন্তান উৎপত্তি-সম্ভাবনা আর নেই॥ জী° ৬॥

**৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অঙ্গ হে ভ্রাতঃ॥ বি° ৬॥

**৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** আত্মজামিতি শ্রীযশোদয়া সহাস্যাঃ সখ্যেনাভিন্নত্ববিবক্ষয়া; অতএব দীনদীনবদিতি—দীনদীনো যো জনস্তদ্বৎ 'কর্ম্মধারয়বহুত্তর-পদেষ্বিত্যধিকারস্থেন প্রকারে গুণবচনস্য' ইতি সূত্রেণ দ্বিরুক্ত্যা হি দীনদীনঃ সিধ্যতি, 'ভীতভীত ইব শীতময়ূখঃ' ইতিবৎ। মায়াদিত্বজ্ঞানেঽপি স্নেহলস্বভাবেন; 'ক্রূরে নীচেঽধমে খলঃ ইতি বিশ্বঃ॥ জী° ৭॥

**৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ আত্মজাম্ ইতি**—দেবকী ও যশোদা বিদূষিকা সখী ভাবে আবদ্ধ থাকায় দুজনের মধ্যে অভিন্নতা বিচারে যশোদার কন্যাটিকে দেবকীর আত্মজা বলা হল। এই কন্যাটি যে মায়া, এ জ্ঞান থাকলেও স্নেহল স্বভাব বশতঃই দীনদীনবৎ রোদন॥ জী° ৭॥

৮। তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্।
অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ॥

৯। সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা॥

১০। দিব্যস্রগম্বরালেপ-রত্নাভরণভূষিতা।
ধনুঃশূলেষুচর্ম্মাসি শঙ্খচক্রগদাধরা॥

১১। সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ॥

**৮। অন্বয়** ঃ স্বার্থোন্মূলিত সৌহৃদঃ (স্বার্থেন পরিত্যক্তং স্নেহত্বং যেন সঃ) স্বসুঃ তাং সুতাং চরণয়োঃ গৃহীত্বা শিলাপৃষ্ঠে অপোথয়ৎ (বলেন চিক্ষেপ)।

**৮। মুলানুবাদ** ঃ স্বার্থপরতায় যার সৌহার্দ ভাব সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেই কংস গর্ভজলাদি ক্লেদযুক্তা ভগিনী কন্যাকে পা ধরে শিলাপৃষ্ঠে সজোরে ছুড়ে দিল।

**৯-১১। অন্বয়** ঃ বিষ্ণোঃ অনুজা (কনিষ্ঠা) সা (কন্যা) দেবী তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য (উর্দ্ধং উৎপ্লুত্য) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) অম্বরং গতা সায়ুধাষ্টমহাভুজা অদৃশ্যত (কংসাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ দৃষ্টা)।

(সা দেবী) দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণ ভূষিতা (দিব্যমাল্যবসনাভরণানুলেপেনাঙ্কতা) ধনুঃশূলেষু চর্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা উপাহৃতোরুবলিভিঃ (সমর্পিতাঃ উৎকৃষ্টাঃ পূজোপকরণানি যৈঃ তৈঃ) সিদ্ধচারণ গন্ধর্বৈঃ অপ্সরকিন্নরোগৈঃ স্তূয়মানা ইদং অব্রবীৎ।

**৯-১১। মুলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণের ছোট ভগ্নী সেই মহামায়া লাফ দিয়ে আকাশে উঠে গিয়ে শূলাদিধারিণী অষ্টমহাভুজা রূপে দেখা দিলেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গে অপূর্ব মালা, বস্ত্র, চন্দন এবং রত্ন আভরণ শোভা পাচ্ছিল, আর অষ্টভুজে ধরা ছিল ধনু, শূল, বাণ, চর্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা। সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব-গণ এবং অপ্সরা, কিন্নর ও কিম্পুরুষনাগগণ ভুরি ভুরি উপহার প্রদানপূর্বক স্তব করছিলেন, এই অবস্থার মধ্যে দেবী কংসকে সম্বোধন করে বলতে লাগলে—

---

**৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ এবমনেন প্রকারেণাত্মজাং স্বকন্যামিবেত্যর্থঃ। দীনদীনবৎ দীনাদপি দীনজন ইব ন তু তথা তস্যাঃ স্বাপত্যাভাবাৎ। তাং দেবকীম্ আচিচ্ছিদে আকৃষ্য জগ্রাহ॥ বি° ৭॥

**৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এবং আত্মজাং**—পূর্বে যেমন বলা হয়েছে সেই প্রকারে আত্মজা, ঠিক গর্ভে ধরা আত্মজ নয় অর্থাৎ নিজ কন্যার মতো। **দীনদীনবৎ**—দীন হতেও দীন জনের মতো, কিন্তু ঠিক তথা নয়, কারণ গর্ভে ধরা তো নয়। **তাং** দেবকীং। **আচিচ্ছেদে**—টান মেরে নিলেন॥

**৮। শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকা** ঃ খলত্বমেব দর্শয়তি—তামিতি। জাতমাত্রাং গর্ভজলাদি-ক্লিন্নামিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীহরিবংশে—'সা গর্ভশয়নক্লিষ্টা গর্ভাক্লিন্নমূর্দ্ধজা' ইতি॥ জী° ৮॥

৮। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কংসের খলতা দেখানো হচ্ছে—তাম্ ইতি। **জাতমাত্রাং**—গর্ভ জলাদি ক্লেদযুক্ত অবস্থাতেই । শ্রীহরিবংশেও আছে, সেই কন্যাটি গর্ভশয়ন ক্লেশযুক্তা ও গর্ভজল ক্লিন্না ইত্যাদি ॥ জীং ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অপোথয়ৎ বলেন চিক্ষেপ ॥ বিং ৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অপোথয়ৎ**—সজোরে ছুড়ে দিলেন ॥ বিং ৮ ॥

৯-১১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** সা তদ্ধস্তাদিতি যুগ্মকম্; সদ্যঃ সমুপেত্যাধঃ ক্ষিপ্যমাণাপি বলাদূর্দ্ধমুৎপ্লুত্য । অত্র বিশেষো ভবিষ্যোত্তরে—'কংসাসুরস্যোত্তমাঙ্গে পাদং দত্ত্বা গতা দিবম্' ইতি। দেবী দিব্যরূপা সতী অদৃশ্যত কংসাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ। তচ্চ নিজোক্তৌ কংসস্য বিশ্বাসার্থং মহাভুজত্বেন মহাকায়ত্বঞ্চ বিভীষিকার্থম্ । শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রীদেবকী-যশোদয়োর্মনসি যুগপৎ প্রবিষ্টস্যেতি তস্যাস্তদনুজাত্বং সাধিতম্, অনুজা ইতি তদাপি শ্রীযশোদাদি-দম্পতিদ্বয়স্য একাত্মতাং বোধয়তি, এবমাত্মজামিত্যপ্যুক্তম্ । সিদ্ধেত্যাদ্যুপলক্ষণম্ ॥ জীং ৯-১১ ॥

৯-১১। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ সদ্যঃ সমুৎপত্য**—নীচের দিকে ছুড়ে দিলেও সজোরে লম্ফ দিয়ে ঊর্ধে উঠে গেলেন । এ-বিষয়ে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে ভবিষ্যোত্তরে, যথা—"কংসাসুরের মাথায় পা দিয়ে আকাশে উঠে গেলেন ।" **দেবী**—দিব্যরূপা মা দুর্গা—কংসাদি সকলেরই নয়নগোচর হলেন । নিজ উক্তিতে কংসের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য দেবী দিব্যরূপে তাদের নয়নগোচর হলেন । আর মহাভুজ ও মহাকায় স্বরূপ ধারণ করলেন তার চিত্তে বিভীষিকা জন্মাবার জন্য। **শ্রীবিষ্ণোঃ অনুজা**—শ্রীদেবকী ও যশোদার মনে যুগপৎ কৃষ্ণের প্রবেশ, এইরূপে দেবী যে কৃষ্ণের ছোট বোন, তা সাধিত হল । এখানে 'কৃষ্ণানুজা' পদে শ্রীযশোদা-দম্পতিদ্বয়ের একাত্মতা বোঝান হয়েছে । এ-জন্যই দেবী দুর্গাকে পূর্বের ৪।৭ শ্লোকে "দেবকীর আত্মজা" অর্থাৎ দেবকীর পুত্র—দেহ থেকে জন্ম, এরূপ বলা হয়েছে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে তা দেখা যাচ্ছে না, যশোদার দেহ থেকেই জন্ম দেখা যাচ্ছে । **সিদ্ধ ইত্যাদি**—উপলক্ষণে বলা হচ্ছে ॥ জীং ৯-১১ ॥

৯-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সমুৎপত্য অধঃক্ষিপ্যমাণাপি বলাদুৎপ্লুত্য। "কংসাসুরস্যোত্তমাঙ্গে পাদং দত্ত্বা গতাদিবমিতি" ভবিষ্যোত্তরম । অনুজা বিষ্ণোরিতি কৃষ্ণস্য যশোদাগর্ব্ভজত্বং সূচয়তি । সায়ুধাষ্টেত্যাদি কংসস্য ভীষণার্থম্ । স্ববাচি বিশ্বাসোৎপত্ত্যর্থঞ্চ ॥ বিং ৯-১১ ॥

৯-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সমুৎপত্য**—নীচের দিকে ছুড়ে দিলেও বলপূর্বক লাফ দিয়ে আকাশে চলে গেলেন । "কংসের মস্তকে পা দিয়ে আকাশে চলে গেলেন ।" ভবিষ্যোত্তর । **অনুজা বিষ্ণোঃ**—বিষ্ণুর ছোট ভগ্নী, এতে যশোদার গর্ভ থেকে জন্ম হয়েছে, তারই ইঙ্গিত করা হয়েছে **সায়ুধাষ্ট ইত্যাদি**—অষ্টভুজে অস্ত্রধারণ কংসকে ভয় দেখাবার জন্য ॥ বিং ৯-১১ ॥

১২। কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্ব্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥
১৩। ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥

১২। **অন্বয় :** হে মন্দ! হতয়া ময়া কিং (মম নাশেন তবকিং প্রয়োজনং ভবতি) তব অন্তকৃৎ (নাশকর্ত্তা) পূর্ব্বশত্রুঃ যত্র ক্ব বা (কুত্রচিৎ দেশে) জাতঃ বৃথা কৃপণান্ (দীনান্) মা হিংসীঃ।

১২। **মূলানুবাদ :** হে অল্পবুদ্ধি কংস! আমি তোমা কর্তৃক যদি নিহতও হতাম, তাতে তোমার কি লাভ হতো। তোমাকে যে বধ করবে, সেই তোমার পূর্বশত্রু যে কোনও স্থানেই হোক নিশ্চয় জন্ম নিয়েছে। বৃথা এই দীনা দেবকীকে হিংসা করো না।

১৩। **অন্বয় :** ভগবতী মায়া দেবী তং কংসং ইতি (পূর্বোক্তং) প্রভাষ্য (উক্ত্বা) ভুবি বহুনামনিকেতেষু (বারাণস্যাদি বহুস্থানেষু) বহুনামা (দুর্গাদি নানানামত্বেন পূজ্যা) বভূব হ।

১৩। **মূলানুবাদ :** এই প্রকারে ভগবতী মায়াদেবী কংসকে আদেশ করে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে নানাবিধ নামে পূজিতা হতে লাগলেন।

---

১২। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা :** মন্দ হে অল্পবুদ্ধে, ময়া হতয়া ইতি যদ্যহং হতাপ্যভবিষ্যমিত্যর্থঃ। যস্তবান্তং করিষ্যতি, স যত্র ক্বচিন্নিশ্চিত্য বক্তুমনর্হে দেশে জাত ইত্যতো ময়াত্ব ত্বং ন হন্যস ইত্যর্থঃ; স তাবৎ কঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—পূর্ব্বশত্রুঃ পূর্ব্বজন্মনি যস্ত্বাং হতবানিত্যর্থঃ। কৃপণাং দেবকীং বন্ধনাদিনা মা হিংসীঃ, পতিসহিতামেনাং বন্ধনান্মোচয়, ধনাদিকঞ্চ প্রত্যর্পয়েত্যর্থঃ। কৃপণানিতি পাঠে তদ্‌ভ্রমেণান্যান্ বালকান্ তৌ তৎসম্বন্ধিনশ্চেত্যর্থঃ॥ জী০ ১২॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : মন্দ**—হে অল্পবুদ্ধি! **ময়া হতয়া ইতি**—যদি আমি হতও হই। **তবান্তকৃৎ** তোমাকে যে বধ করবে, **স যত্র ক্বচিৎ**—সে তোমার কাছেই কোনও এক দেশে নিশ্চয় জন্ম নিয়েছে, যার অবস্থান প্রকাশ করা যাবে না। সেই কারণেই তোমাকে আমি আজ বধ করলাম না। সে কে? এই অপেক্ষায় বলা হচ্ছে—**পূর্ব শত্রু**—যে তোমাকে পূর্ব জন্মে বধ করেছিল। **মা হিংসীঃ ইত্যাদি**—বন্ধনাদি দ্বারা দেবকীকে হিংসা করো না। পতির সহিত একে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেও—ধনাদিও ফিরিয়ে দেও। **কৃপণান্ ইত্যাদি**—বৃথা দীন শিশুদের বধ করো না অর্থাৎ তোমার ঘাতকভ্রমে কৃষ্ণ সম্বন্ধী অন্যান্য বালকদেরও বৃথা বধ করো না॥ জী০ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** ময়া হতয়া কিমিতি যদ্যহং হতাপ্যভবিষ্যমিত্যর্থঃ যত্র ক্বচিৎ বক্তুমনর্হে দেশে ইত্যর্থঃ। কৃপণাং দেবকীং কৃপণানিতি পাঠে অন্যান্ শিশূন্॥ বি০ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : কিংময়া ইত্যাদি** আমাকে বধ করে কি লাভ তোমার—যদি আমি হতও হই, তথাপি তোমার মৃত্যু বন্ধ হবে না। **যত্র ক্ব বা**—কোনও এক দেশে, যা নির্দিষ্ট করে

**১৪। ত্বয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ।**
**দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ ॥**

**১৪। অন্বয় ঃ** ত্বয়া (মায়য়া) অভিহিতং আকর্ণ্য পরমবিস্মিতঃ কংসঃ দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য প্রশ্রিতঃ (নম্রঃ সন্) অব্রবীৎ।

**১৪। মূলানুবাদ ঃ** ভগবতী দুর্গার কথা শুনে পরম বিস্মিত কংস দেবকী-বসুদেবকে মুক্ত করে দিয়ে তৎপর বিনীত ভাবে বললেন—

---

তোমাকে বলা যাবে না। **কৃপণাং**—দীন দেবকীকে—এখানে পাঠ 'কৃপণান্'ও আছে, তথায় অর্থ হবে, তুমি ভ্রমে অন্য দীন শিশুগণকেও বধ করো না ॥ বি° ১২ ॥

**১৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** প্রভাষ্য আদিশ্য, ভগবতী পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-ভগবৎপ্রসাদেনাধিকৈশ্বর্য্যযুক্তা সতী; বহুনামেতি—নানানামসু নিকেতেষু নানানামত্বেন পূজ্যাভূদিত্যর্থঃ; হ হর্ষে ॥জী১৩-

**১৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রভাষ্য**—আদেশ করে। পূর্ব অভিপ্রেত শ্রীভগবৎ প্রসঙ্গে এখন থেকে মা দুর্গা অধিক ঐশ্বর্যশালিনী হলেন **বহুনাম্ ইতি**—নানা নামের স্থানে, নানা নামে পূজ্যা হলেন ॥ জী° ১৩ ॥

**১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বহু নাম নিকেতেষু বারাণস্যাদিস্থলেষু ॥ বি° ১৩ ॥

**১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বহুনামনিকেতেষু** - বারাণসী প্রভৃতি স্থানে। **বহুনামেতি**—বিন্ধাচল প্রভৃতি নানানামের স্থানে। **বহুনামা বভুব** - বহুনামে পূজ্যা হলেন ॥ বি° ১৩ ॥

**১৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** বিমুচ্য কারাগারান্নিঃসার্য্য, বি শব্দেন রক্ষিসঙ্কোচাচ্চ, নিগড়ান্মোচনমগ্রে বক্ষ্যতি। দেবক্যাঃ প্রাগ্বিমোচনং স্ত্রীণামেব তদ্যুক্তেঃ, বিশেষতো ভগিনীত্বাৎ তস্যা দুঃখবিশেষাচ্চ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, ত্বয়াভিহিতমাকর্ণ্য তাঞ্চ তঞ্চ বিমুচ্য নম্রঃ সন্নব্রবীৎ। কীদৃশো ভূত্বা ? কন্যায়া আকস্মিকবৈভবাদিভিস্তাদৃশবাক্যৈশ্চাত্যন্তবিস্মিতো ভূত্বেতি। জী° ১৪।

**১৪। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ বিমুচ্য অব্রবীৎ**—বিশেষ ভাবে মোচন করে অর্থাৎ কারাগার থেকে বাইরে এনে তৎপর বললেন—'বি' শব্দের এইরূপ ধ্বনি—রক্ষিগণের সামনে পায়ের বেড়ি খুলতে সঙ্কোচ হেতু জেলের বাইরে নিয়ে খুললেন, যা ৪।২৪ শ্লোকে পরে বলা হয়েছে প্রথমে দেবকীর মুক্তি, স্ত্রীবলে এ যুক্তিযুক্তই বটে। বিশেষতো ভগিনী বলে তাঁর দুঃখটাই বেশী অনুভবের বিষয় হলো কংসের। মা দুর্গার কথা শুনে দেবকীকে এবং বসুদেবকে মুক্ত করে দিয়ে নম্র হয়ে বললেন ? কিদৃশ ভাবে ? কন্যার আকস্মিক বৈভবাদি এবং তাদৃশ বাক্যের দ্বারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে। জী° ১৪।

**১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পরমবিস্মিতঃ কথং মানুষ্যা দেবক্যা গর্ত্তে দুর্গাদেবী জাতা কথং বা দৈবী বাগনৃতাভূদিতি। বি° ১৪।

**১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পরমবিস্মিত**—কংস পরমবিস্মিত হল। অহো কি করেই বা মানুষী দেবকীর গর্ভে দুর্গাদেবী জন্ম নিল, কি করেই বা দৈববাণী মিথ্যা হল। বি° ১৪।

১৫। অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা।
পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ ॥
১৬। স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ।
কাঁল্লোকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্ ॥

**১৫। অন্বয় ঃ** অহো ভগিনি (দেবকি) অহো ভাম (ভগিনীপতে বসুদেব!) পুরুষাদঃ (রাক্ষসঃ) অপত্যং ইব পাপ্মনা ময়া সুহৃদোঃ বাং (যুবয়োঃ) বহবঃ সুতাঃ হিংসিতাঃ (বিনাশিতাঃ)।

**১৫। মূলানুবাদ ঃ** অহো ভগিনি! অহো ভগিনিপতে! হায় হায় রাক্ষস যেমন নিজ সন্তান বধ করে, সেইরূপ পাপীষ্ঠ আমিও তোমাদের বহু সন্তান বধ করেছি।

**১৬। অন্বয় ঃ** সঃ তু (যুষ্মৎপুত্রহন্তা) ত্যক্ত কারুণ্যঃ (নির্দ্দয়ঃ) ত্যক্তজ্ঞাতি সুহৃৎ খলঃ (ক্রুরঃ) অহং (কংসঃ) মৃতঃ (দেহত্যাগানন্তরং) ব্রহ্মহা ইব (ব্রহ্মহত্যাকারী ইব) শ্বসন্ (অনুশোচনাগ্রস্তঃ) কান্ লোকান্ বৈ গমিষ্যামি।

**১৬। মূলানুবাদ ঃ** যার দ্বারা দেবকাদি জ্ঞাতি এবং তোমার মতো বান্ধব পরিত্যাক্ত হয়েছে, সেই নির্দয় খল আমি কংস কোন্ লোকেই বা যাবো? ব্রহ্মঘাতীর তবু রৌরবে স্থান হয়, আমার তো তাও হবে না। অহো, আমি জীবন্মৃত।

---

**১৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অহো-দ্বয়মার্ত্তিসম্বোধনে, বত খেদে, পুরুষাদা হি পুরা স্বাপত্যাদা আসন্, তত্রৈকাং রাক্ষসীং স্বাপত্যমদন্তীং দৃষ্ট্বা দেব্যা কৃপয়োক্তম্, ইতঃ প্রভৃতি রাক্ষসবালা জন্মত এব প্রবৃদ্ধা ভবন্ত্বিতি ॥ জী০ ১৫ ॥

**১৫। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** দুই বার 'অহো' পদে আর্তি বুঝা যাচ্ছে ॥ **বত**—খেদে। **পুরুষাদ** রাক্ষস, পুরাকালে রাক্ষসরা নিজ সন্তান খেতো, একদিন দেবী এক রাক্ষসকে নিজ সন্তান 'অদন্তীং' খেতে দেখে দয়ার উদ্রেকে বললেন, আজ থেকে রাক্ষস শিশু জন্ম থেকেই অতি বলবান হবে। (আর খেতে পারবে না তাদের) ॥ জী০ ১৫ ॥

**১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভাম হে ভগিনিপতে, পুরুষাদো রাক্ষসো যথা স্বাপত্যং হিনস্তি তদ্বৎ ॥ বি০ ১৫ ॥

**১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এই শ্লোক থেকে কংস বসুদেব-দেবকীকে নানা কথায় প্রবোধ দিতে লাগলেন। **ভাম**—হে ভগিনীপতি! **পুরুষাদঃ**—রাক্ষস, **ইব**—যেমন নিজ সন্তান বধ করে সেইরূপ ॥ বি০ ১৫ ॥

**১৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ত্যক্তকারুণ্যঃ বালানাং ভাগিনেয়ানাং নির্দ্দোষাণাং বহূনাং বৃথা মারণাৎ ইতি ধর্ম্মো নাপেক্ষিত এব। লোকশ্চ নাপেক্ষিত ইত্যাহ—ত্যক্তা জ্ঞাতয়া দেবকাদয়ঃ সুহৃদশ্চ বন্ধবো ভবদাদয়ো যেন সঃ, অতএব খলঃ। নু বিতর্কে, 'কাঁল্লোকান্ বৈ' ইতি পাঠে বৈ নিশ্চয়ে, মৃতঃ সন্

১৭। দৈৱমপ্যনৃতং ৱক্তি ন মর্ত্ত্যা এব কেৱলম্।
যদ্বিস্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতৱান্ শিশূন্॥

১৮। মা শোচতং হে মহাভাগাৱাত্মজান্ স্বকৃতং ভুজঃ।
জন্তৱো ন সদৈকত্র দৈৱাধীনাস্তদাসতে॥

**১৭। অন্বয় ঃ** দৈবম্ অপি অনৃতং (মিথ্যাং) বক্তি (বদতি) ন কেবলং মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) এব যদ্বিস্রম্ভাৎ (দৈববাক্য বিশ্বাসাৎ) পাপঃ অহং (কংসঃ) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) শিশূন্ নিহতবান্।

**১৭। মূলানুবাদ ঃ** কেবল মানুষই যে মিথ্যা বলে, তা নয়। এ দেখছি, দৈবও মিথ্যা বলে। ওর উপর নির্ভর করেই না পাপিষ্ঠ আমি ভগিনীর শিশুদের হত্যা করেছি।

**১৮। অন্বয় ঃ** মহাভাগৌ! স্বকৃতং ভুজঃ (নিজপ্রারব্ধকর্ম্মফল ভোগপরায়ণাম্) আত্মজান্ (পুত্রান্) মা শোচতং (শোকং নৈব কুরুতং) দৈবাধীনাঃ জন্তবঃ (জীবাঃ) সদা একত্র তৎ ন আসতে (ন তিষ্ঠন্তি)।

**১৮। মূলানুবাদ ঃ** হে পরম বিবেকীদ্বয়! নিজ নিজ কর্মফল ভোগী সন্তানদের জন্য শোক করো না। প্রাণীগণ দৈবাধীন, চিরকাল এক স্থানে একত্র থাকতে পারে না।

---

কান্ লোকান্ গমিষ্যামি? ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তোঽয়ম্—ব্রহ্মহা যথা কাংশ্চিল্লোকান ন গচ্ছতি, তদ্বচ্চ কান্ লোকান্ গমিষ্যামি? ন কানপি, তস্য প্রসিদ্ধৈর্মহারৌরবাদিভিঃ প্রায়শ্চিত্তপর্য্যাপ্তির্ন তু মমেতি; মম ত্বন্যাস্তেভ্যোঽপি দুর্গতয় ইত্যর্থঃ। হে স্বসরিতি দৈন্যাৎ, শ্বসন্নিতি পাঠে ইহলোকেঽপি জীবন্মৃত ইত্যর্থঃ॥জী১৬॥

**১৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ ত্যক্তঃ কারুণ্যঃ**—শিশু, ভাগিনেয়, নির্দোষ, তাও আবার বহু, বৃথা মারা হেতু—এতেই বুঝা যাচ্ছে আমি ধর্মের ধার ধারিনি। লোকাপেক্ষাও করিনি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'ত্যক্ত জ্ঞাতি'। জ্ঞাতি দেবকাদিকে ত্যাগ করেছি, তোমাদের মতো বান্ধব ত্যাগ করেছি—এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে, আমি একটি খল। **কাঁল্লোকন্ বৈ ইত্যাদি**—মরবার পর কোন্ লোকে যে যাবো, তার কি নিশ্চয়? ব্যাতিরেকে দৃষ্টান্ত **ব্রহ্মঘাতী ইব**—ব্রহ্মঘাতী যেমন স্বর্গাদি কোনও লোকেই যায় না, সেইরূপ আমিও কোন্ লোকেই বা যাবো? কোনও লোকেই না। ব্রহ্মঘাতীদের তবুও মহারৌরবাদি নরকের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হয়ে যায়—আমার তো তাতেও হবে না। আমার হবে, ওর থেকেও অন্য কিছু দুর্গতিজনক গতি। 'স্বসঃ' পাঠে অর্থ হে ভগিনি, এই সম্বোধন দৈন্য হেতু। 'শসন্' পাঠে হহ লোকেও জীবন্মৃত আমি॥ জী০॥

**১৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** ন কেবলমত্র মমৈব দোষঃ, কিন্তু মূলং দেবানামেবেত্যাহ—দৈবমিতি দেবতা। 'সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যাঃ' ইতি শ্রুতিবিরোধোঽপি জাত ইত্যর্থঃ। এবেতি লোকোক্ত্যা নাধিকম্ পাপ ইতি কথমন্যথা তদ্বিশ্রম্ভঃ স্যাদিতি ভাবঃ। জী০ ১৭।

**১৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এখানে কেবল যে আমারই দোষ, তা নয়। নষ্টের মূল দেবতাগণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—দৈবমিতি। **দৈব**—দেবতা। শ্রুতিতে আছে, "দেবতাগণ সত্য-

১৯ ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ ॥

**১৯। অন্বয় ঃ** ভুবি ভৌমানি (ঘটাদীনি) যথা যান্তি অপযান্তি (জায়ন্তে নশ্যন্তি চ) তথা ভূতানি (দেহাঃ এব যান্তি অপযান্তি চ) অয়ম্ আত্মা এতেষু (দেহেষু বিক্রিয়মানেষু) যথা ভূঃ (ঘটাদিষু নষ্টেষু যথা পৃথিবী ন নশ্যতি) তথা ন বিপর্য্যেতি (ন বিকৃতিং প্রাপ্নোতি)।

**১৯। মূলানুবাদ ঃ** এই পৃথিবীতে যেরূপ মৃত্তিকাজাত ঘটাদি বস্তুই জাত ও বিনষ্ট হয়, মৃত্তিকা নিজে হয় না সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহই জাত ও বিনষ্ট হয়, জীবাত্মা স্বয়ং জন্মাদি বিকার প্রাপ্ত হয় না, একই রূপ থাকে।

---

স্বরূপ, মনুষ্য মিথ্যায় ভরা”—এখানে দেখছি, শ্রুতি-বিরোধও ঘটে গেল—দেবীর বাক্যে দেবতাদের উক্তি মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। আমি পাপমতি, নচেৎ তাদের কথা বিশ্বাস করবো কেন ?। জী° ১৭।

**১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** মহাভাগৌ হে পরমবিবেকিনৌ, জন্তবঃ সর্ব্ব এব জীবা, ন তু কেচিদিত্যর্থঃ। একত্র একস্মিন্ স্থানে নাসতে তত্রাপি সহ সংভূয় পরস্পরমাসজ্য নাসতে মাৎসর্য্যাদি-সম্ভবাদিত্যর্থঃ; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ স্ব-স্ব-কর্ম্মার্জ্জিতলোকাদৌ তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ জী° ১৮ ॥

**১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ মহাভাগৌ**—হে পরমবেবেকীদ্বয় ! **জন্তবঃ**—জীবগণ সকলেই—কেবল যে কোনও এক-দুজন, তা নয়। **একত্র**—একই স্থানে থাকে না, **সহ ন আসতে**—এর মধ্যেও আবার পরস্পর মিলেজিলে তো থাকেই না—মাৎসর্যাদি দোষে; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ থাকে, অর্থাৎ স্বস্বকর্মার্জিত লোকাদিতে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করে ॥ জী° ১৮ ॥

**১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভুজ ইতি ক্বিবন্তং স্বকৃতমিতি ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। মহাভাগাবিতি দুর্গা-দেব্যেব আবয়োরাত্মজাভূৎ কিমন্যৈঃ সুতৈঃ স্বকৃত ভুগ্‌ভিরিতি বিমর্শেন মাশোচতম্। কিঞ্চ বিমর্শান্তরমপ্যাহ জন্তব ইত্যাদি ॥ বি° ১৮ ॥

**১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহাভাগৌ**—তোমরা মহাভাগ্যবান্। কারণ স্বয়ং দুর্গাদেবী তোমাদের সন্তানরূপে এসেছেন। স্বকৃত কর্মফল ভোগী অন্য সন্তানের প্রয়োজনই বা কি ? এইরূপ বিচার করে শোক ছেড়ে দিন—আরও বিচারই যদি করেন, তাও দেখুন-না, এই আশয়ে—**জন্তব ইত্যাদি**—অর্থাৎ কর্মফলাধীন জীবজন্তু একত্র বাস করতে পারে না ॥ বি° ১৮ ॥

**১৯। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অপযান্তি নশ্যন্তি; ভুবীতি—তত্র যানি তানি সর্ব্বাণ্যে-বেত্যর্থঃ; যদ্বা, ভুবি বর্ত্তমানানীতি ভৌমানাং জন্ম-নাশয়োঃ সর্ব্বপ্রত্যক্ষতোক্তা। এবং দার্ষ্টান্তিকেঽপি জ্ঞেয়ং ন বিপর্য্যেতি জন্মাদিবিক্রিয়াং নাপ্নোতীতি। তত্র শ্রীবৈষ্ণবমতে ভুব আশ্রয়ত্বাংশ এব দৃষ্টান্তত্বং ন কারণত্বাং শেঽপীতি জ্ঞেয়ম্। ঈশ্বরেঽপি মাৎসর্য্যেণ কংসাদীনাং দ্বৈতবাদাশ্রয়ত্বাৎ তদংশেঽপীতি বা। তত্রৈব জীবাত্মনো ব্যাপকত্বাংশে বা। তদা চায়ান্তীত্যাদিকং যথা ধাত্বর্থমেব বিপর্য্যেতি ভ্রমতীত্যর্থঃ। জী° ১৯।

২০। যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে॥

২০। **অন্বয় ঃ** অনেবংবিদঃ (এবং অজানতঃ) যথা আত্মবিপর্যয়ঃ (দেহে আত্মবুদ্ধিঃ ভবতি) যতঃ (আত্মবিপর্য্যয়াৎ) ভেদঃ (ভেদজ্ঞানং ভবতি) (ততঃ) দেহযোগবিয়গৌ (দেহাদেঃ উৎপত্তিনাশৌ ভবতঃ তাবৎ) সংসৃতিঃ (সংসারঃ) ন নিবর্ত্ততে (বিরমতি)।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** দেহের বিকৃতিতে আত্মার বিকৃতি হয় না, এ যারা যথার্থরূপে জানে না, তাদেরই দেহে আত্মবুদ্ধি হয়ে থাকে। এই বুদ্ধি থেকেই পৃথক্ পৃথক্ শরীরে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, এরূপ ভেদ জ্ঞান হয়। সেই ভেদজ্ঞান থেকে পুত্রাদির দেহের সহিত যোগ সুখের কারণ ও বিয়োগ দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। অবিবেকীগণের এ সুখ-দুঃখ প্রবাহের নিবৃত্তি নেই।

---

১৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অপযান্তি** - বিনাশ প্রাপ্ত হয়। **ভুবি ইতি**—এই পৃথিবীতে যা দেখা যায় তা সব কিছুই। অথবা, **ভুবি**—এই পৃথিবীতে বর্তমান **ভৌমানাং**—মাটি নির্মিত ঘটাদি বস্তুর জন্ম নাশ সর্বপ্রত্যক্ষ—তাই একে উপমান স্বরূপে বলে এরই উপমেয় জীব-শরীরও যে এরূপই, তা বুঝান হচ্ছে। কিন্তু আত্মা **ন বিপর্য্যেতি** —অর্থাৎ জন্মাদি বিক্রিয়া প্রাপ্ত হয় না, **যথৈব ভুঃ** —যেমন নাকি মৃত্তিকা হয় না। এ বিষয়ে শ্রীবৈষ্ণব মতে মৃত্তিকার আশ্রয়ত্ব অংশেই দৃষ্টান্তত্ব, কারণত্ব অংশে নয়। ঈশ্বরের প্রতিও মাৎসর্যের কারণে কংসাদির অদ্বৈতবাদ আশ্রয়হেতু তাদের কাছে মৃত্তিকার কারণত্ব অংশেও দৃষ্টান্তত্ব স্বীকৃত এবং এই একই কারণে জীবাত্মারও ব্যাপকত্ব-অংশে দৃষ্টান্তত্ব হয়ত স্বীকৃত ॥জী৹১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আত্মানাত্মবিবেকেনাপি মাশোচতমিত্যাহ ভুবি ভূমৌ আশ্রিতানি ভৌমানি ঘটাদীনি আয়ান্তি জায়ন্তে অপযান্তি নশ্যন্তি চ। যথা তথৈব ভূতানি দেহা এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ। তথা এতেষু ভূতেষু দেহেষু বিপরিয়ৎসু জন্মাদ্যনেকবিকারং প্রাপ্নুবৎস্বপি অয়মপরোক্ষতয়া জ্ঞায়মান আত্মা ন বিপর্য্যেতি জন্মাদিবিকাররূপং বিপর্য্যয়ং নাপ্নোতি একরূপ এব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যথৈব ভূ র্ন বিপর্য্যেতি ভৌমেষু ঘটাদিষ্বনেকবিপর্য্যয়ং প্রাপ্নুবৎস্বপীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আত্মানাত্ম বিবেকের দ্বারাও নিজের মনকে ঠিক কর, শোক করো না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ভূমি ইতি। **ভুবি**—মাটি-আশ্রিত **ভৌমাণি**—ঘটাদি বস্তু যেরূপ জাত হয় আবার বিনষ্ট হয়ে যায়, সেইরূপ জীব দেহও জাত হয় আবার বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার যথা **ভূর্ন বিপর্যেতি** - মৃত্তিকা জাত বস্তু ঘটাদি অনেক বিকার প্রাপ্ত হয়ে গেলেও পৃথিবী বিকার প্রাপ্ত হয় না। **তথা**—সেইরূপ **এতেষু** এই পার্থিব দেহ বিকার প্রাপ্ত হলেও অর্থাৎ জন্মাদি অনেক বিকার প্রাপ্ত হলেও এই সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় আত্মা **ন বিপর্যতে**—অর্থাৎ জন্মাদি বিকাররূপ বিপর্যয় প্রাপ্ত হয় না, একরূপই থাকে॥ বি৹ ১৯॥

২১। তস্মাদ্ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ॥

**২১। অন্বয় ঃ** হে ভদ্রে! তস্মাৎ ময়া ব্যাপাদিতান্ অপি (নিহতান্ অপি) স্বতনয়ান্ মা অনুশোচ (শোকং মা কুরু) যতঃ (যস্মাৎ) সর্ব্বঃ (জীবঃ) অবশঃ (অনিচ্ছন্নপি) স্বকৃতং বিন্দতে (স্বকর্ম্মফলং লভতে)।

**২১। মূলানুবাদ ঃ** হে ভদ্রে! যেহেতু সকল জীবই অবশে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে থাকে, তাই আমা কর্তৃক নিহত সন্তান গুলির জন্য শোক করো না।

---

**২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** আত্মন এবং দেহাদ্বৈলক্ষণ্যমজানতাং, দেহযোগবিয়োগোঽপীতি পাঠো বহুত্র, স চ 'সর্ব্বোঽপি দ্বন্দ্বো বিভাষয়ৈকবদ্ভবতি' ইতি ন্যায়েন 'উকারোঽজ্ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতঃ' ইতিবৎ। অদ্বৈতমতে পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাত্মজ্ঞানান্যথাত্বং, ততো ভেদকল্পনং ততো ভিন্নেঽধ্যাসঃ, ততো দেহযোগবিয়োগৌ, ততঃ সংসৃতিশ্চ ন নিবর্ত্তত ইতি চ স্যাৎ, অনেবংবিদামিতি বহুবচন-পাঠ এব সর্ব্বসম্মতঃ। অত্র টীকায়ামিত্যেতৎ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্ব যাবদজ্ঞানং তাবন্ন নিবর্ত্তত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্॥ জী০ ২০॥

**২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ যথা অনেবংবিদঃ**—এইরূপে দেহ থেকে আত্মার যে ভেদ, তা যারা জনে না, তাদের সংসারের নিবৃত্তি হয় না। 'দেহ যোগ-বিয়োগঽপি' এরূপ পাঠও বহু স্থানে দেখা যায়। অদ্বৈতমতে পূর্বোক্ত প্রকারে 'আত্মজ্ঞান' অন্যথা প্রাপ্ত অর্থাৎ যে বস্তু যা নয়, তাতে তাই আরোপ—দেহ আত্মা নয়, অথচ তাতে আত্মবুদ্ধি আরোপ। এর থেকে উঠে ভেদ-কল্পনা পৃথক্ পৃথক্ শরীরে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, এরূপ ভেদ কল্পনা। অতঃপর ভিন্নে অধ্যাস অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ—দেহে আত্মবুদ্ধির আরোপ, অতঃপর দেহের যোগে-বিয়োগে সুখ-দুঃখ। যতক্ষণ এইসব অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ সুখ-দুঃখের নিবৃত্তি নেই॥ জী০ ২০॥

**২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অনেবম্বিদ এবং আত্মতত্ত্বমজানতঃ শরীরমেবাত্মত্বেন জানত ইত্যর্থঃ। যথা যথাবদেব প্রথমং ভেদো ভবতি পৃথক্ পৃথক্ শরীরাণ্যেব পৃথক্ পৃথগাত্মান ইতি ভেদজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ যতো ভেদাদেব আত্মনো বিপর্য্যয়ঃ জন্মাদিবিকাররূপবিপর্য্যয়প্রাপ্তিঃ। দেহজন্মমরণাভ্যামেবাত্মা জাতো মৃত ইতি জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ দেহৈরেব পুত্রাদিভির্যোগঃ সুখকারণং বিয়োগে দুঃখকারণঞ্চ ইয়মেব সংসৃতিঃ। বি০ ২০।

**২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** (কংসের প্রবোধ দানই চলছে—) **অনেবংবিদো**—যারা এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানে না, শরীরকেই আত্মারূপে জানে—সেই অবিবেকী জনেরা। **যথা**—যথার্থ স্বরূপ জানে না। যার থেকে অর্থাৎ এই না-জানার থেকে প্রথমে **ভেদো ইত্যাদি** অজ্ঞান অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ শরীরে পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, এইরূপ ভেদ জ্ঞান হয়। **যত**—যে ভেদ হেতু **আত্মবিপর্যয়**—আত্মার জন্মাদি বিকাররূপ বিপর্যয় প্রাপ্তি। অর্থাৎ দেহের জন্ম-মরণে আত্মার জন্ম-মরণ, এইরূপ জ্ঞান হয়। এর থেকেই পুত্রাদি দেহের সঙ্গে যোগ সুখের কারণ, আর বিয়োগ দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। একেই বলে সংসার॥

২২। যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্।
তাবৎ তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ॥

**২২। অন্বয় :** অস্বদৃক্ (অনাত্মজ্ঞঃ) যাবৎ হতঃ অস্মি (অহং পরেণ বিনষ্টঃ অস্মি) হন্তা অস্মি (অহং অস্য নাশকঃ অস্মি) ইতি আত্মানং মন্যতে তাবৎ তদভিমানী বাধ্য বাধকতাং (বধ্যঘাতুকত্বভাবং) ইয়াৎ (প্রাপ্নুয়াৎ)।

**২২। মূলানুবাদ** আত্মতত্ত্বে অজ্ঞান জীব যাবৎ পর্যন্ত নিজেকে হন্তা বা হন্তব্য মনে করে তাবৎ পর্যন্তই সেই দেহাভিমানী অজ্ঞ আমিই কর্মের কর্তা, এরূপ ভাব প্রাপ্ত হয়ে তৎফল সুখ দুঃখ ভোগ করে।

---

**২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা :** ভদ্রে হে সদ্বুদ্ধিমতীতি তামধিকশোকাং বিশেষতঃ সম্বোধয়তি; যতশ্চ বিন্দতে ভুঙ্ক্তেঽবশঃ অনিচ্ছন্নপীত্যর্থঃ॥ জী০ ২১॥

**২১। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : ভদ্রে** –হে সুবুদ্ধিমতি—এইরূপ দেবকীকে বিশেষভাবে সম্বোধন করলো, কারণ তিনিই শোকে অধিক কাতর। **যতঃ**—যেহেতু **বিন্দতে**—অবশে ভোগ করে—ইচ্ছা না থাকলেও। জী০ ২১।

**২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :** তনয়ান্ দেহানামনাত্মত্বাৎ তনয়বুদ্ধ্যা তান্ বহির্দৃষ্ট্যা ময়া হতানপি মানুশোচেত্যর্থঃ। ময়া পঞ্চভূতাত্মকা দেহা এব হতা ইত্যতো ময্যপি দোষদৃষ্টির্ন কার্য্যেতি ভাবঃ। মমৈব-মাত্মতত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি চেৎ তদপি মানুশোচেত্যাহ যত ইত্যাদি অজ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম্মবাদেঽপ্যেবং বিচারেণ ন শোকাবকাশ ইতি ভাবঃ॥ বি০ ২১॥

**২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : তনয়ান্**–যেহেতু সন্তানদের দেহগুলি অনাত্ম, অতএব সন্তান বুদ্ধিতে এই দেহগুলির জন্য অনুশোচনা করো না। **ময়া ব্যাপাদিতানপি**—বহির্দৃষ্টিতে আমার দ্বারা হত হয়েছে মনে হলেও—আসলে আমার দ্বারা পঞ্চভূতাত্মক দেহ গুলিই হত হয়েছে, তাই আমাতেও দোষ-দৃষ্টি করা উচিত হবে না। হে দেবকি! যদি বল, আমার এরূপ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান নেই,—তা হলেও অনুশোচনা করা ঠিক হবে না—কারণ **যতঃ ইত্যাদি** অজ্ঞান আশ্রয় কর্মবাদের বিচারেও এইরূপ আছে, যথা—সকল জীবই নিজ নিজ কর্মফলই অবশে ভোগ করে থাকে, ইচ্ছা না থাকলেও॥ বি০ ২১!

**২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা :** অজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞানহীনঃ, অয়ং সর্ব্বত্রৈব হেতুঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, নম্বেবং জানন্নপি ত্বং কিমিতি মরণাদ্বিভেষি, কিংবা তান্ হতবানসি? স্বানুভবাভাবাদিত্যাহ—যাবদিতি। স্বদৃক্ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা আত্মতত্ত্বজ্ঞোঽপি হতপ্রায়োঽস্মি, অতএব তান্ হনিষ্যামীত্যেবমভিমানং কুরুতে, যতোঽজ্ঞঃ স্বানুভবরহিতঃ॥ জী০ ২২॥

**২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ :** এখানে একটি প্রশ্ন, আচ্ছা তুমি তো আমাদের অনেক তত্ত্বোপদেশ করলে, তবে তুমি কেন নিজে সব কিছু জেনেও মরণ থেকে ভয় করছো, আর কেনই বা মরণ-ভয়ে এই শিশুগুলিকে হত্যা করেছ? এরই উত্তরে কংস বলছে—আমার নিজ অনুভবের অভাবই

২৩। ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো বন্ধুবৎসলাঃ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥

২৩। **অন্বয়** ঃ মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বং (যতঃ) সাধবঃ বন্ধুবৎসলাঃ (যূয়ং) ইতি উক্ত্বা অথ (অনন্তরং) অশ্রুমুখঃ শ্যালঃ (কংসঃ) স্বস্রোঃ (ভগিনী তৎপত্যোঃ) পাদৌ অগ্রহীৎ।

২৩। **মূলানুবাদ** ঃ দীনবৎসল আপনারা আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা করুন। এই বলে কংস তৎক্ষণাৎ অশ্রুমুখে ভগিনী ভগিনীপতির চরণ ধারণ করলো।

---

এর কারণ—এই আশয়ে সে বলছে—যাবং ইতি। **স্বদৃক্**—শাস্ত্র দৃষ্টিতে আত্মতত্ত্বজ্ঞ কাকে বলে, তা জানলেও অনুভব না থাকাতে ভয়ে মরণ যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম, তাই তাদের বধ করেছি; এও আমার একটা অভিমান-মাত্র। যেহেতু আমি **অজ্ঞ**—অনুভব রহিত। এই শ্লোক কংসের আত্ম-অনুসন্ধান সূচক বাক্যপর ॥ জী০ ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মম তু ত্বৎপুত্র হন্তৃত্বমেব তাবন্নাস্তি জ্ঞানিত্বাদিত্যাহ। যাবদিতি অস্বদৃক্ ন স্বমাত্মানং পশ্যতি কিন্তু দেহমেব পশ্যত্যতোঽজ্ঞঃ। তেন মম দেহাভিমানাভাবাৎ। হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবদ্ধ্যত ইতি বচনান্ন ত্বৎপুত্র হন্তৃত্বং নাপি বন্ধ ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ২২ ॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কংস যেন বলছে—আমার তো সেই পুত্র-হন্তা বলে অভিমান একেবারেই নেই, কারণ আমি জ্ঞানী—এই আশয়েই সে বলছে—যাবৎ ইতি। **অস্বদৃক্**—যারা আত্মাকে দেখে না, কিন্তু দেহই মাত্র দেখে—তারাই অজ্ঞ। আমার দেহ-অভিমান নেই বলে সেই সব শিশু বধের প্রত্যবায়ভাগী আমি নই এবং তজ্জনিত বন্ধনও আমার নেই—আমার এই কথার প্রমাণ—গীতার ১৮।১৭ শ্লোকের প্রসিদ্ধ বাক্য, যথা—"দেহাভিমান যার নেই সে হনন করলেও হনন করে না, আর এর জন্য বদ্ধও হয় না অর্থাৎ সে হত্যার জন্য প্রত্যবায়ভাগী হয় না ও তৎকর্ম জনিত বন্ধনও তাঁর হয় না ॥ বি০ ২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ নন্বস্মাকমপি স্বানুভবো নাস্তীতি চেত্তথাপি মদপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইত্যাহ—ক্ষমধ্বমিতি বহুত্বং দেবকাদ্যপেক্ষয়া, যতো যূয়ং সাধবো বন্ধুবৎসলাশ্চ, দীনেতি পাঠে ক্ষমার্থমাত্মদৈন্যং সূচয়তি- সাধবো দীনবৎসলা ভবন্তীত্যর্থঃ। অথানন্তরং সদ্যো বদন্নেবাগ্রহীদিত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র মিথুনগণনো মাতৃপিতৃপ্রভৃতিকঃ, প্রাণভৃচ্ছব্দেন তন্মন্ত্রসংস্কৃতেষ্টকোচ্যতে, বহুত্বানুপপত্ত্যা চ তদ্গণপাতিন্যোঽপি গৃহ্যন্ত ইতি। 'বা সরি' ইত্যস্য সকারপক্ষমাশ্রিত্যাজহল্লক্ষণয়া ব্যাখ্যাতম্। 'অনচি চ' ইত্যস্য দ্বিত্বপক্ষমাশ্রিত্য জহল্লক্ষণয়া ব্যাচষ্টে—শ্যালেতি। এবমধ্যাত্মজ্ঞানাদিকমপি শ্রীভগবদ্বিমুখনাং প্রত্যুত ক্রূরতা পৌষায়ৈব ভবতীতি প্রকরণতাৎপর্য্যম্ ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ কংস বলছে—হে দম্পতিদ্বয়! যদি বলো—আমাদেরও তো ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অনুভব নেই তাও যদি হয়, তবুও আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিও। এই আশয়ে বলছে—**ক্ষমধ্বং ইতি**—দীনবৎসল আপনারা ক্ষমা করুন, এইরূপে বহুবচন প্রয়োগে বুঝা

**২৪। মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিস্রব্ধঃ কন্যকাগিরা।**
**দেবকীং বসুদেবঞ্চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্॥**

**২৪। অন্বয় ঃ** কন্যকাগিরা (ভগবতীবাক্যেন) বিস্রব্ধ (কৃতবিশ্বাসঃ) আত্মসৌহৃদং (নিজবন্ধুভাবং) দর্শয়ন্ দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগড়াৎ মোক্ষয়ামাস।

**২৪। মূলানুবাদ ঃ** দুর্গাদেবীর বাক্যে বিশ্বাস করে কংস প্রিয়বাক্যাদি দ্বারা নিজ সৌহার্দ দেখিয়ে দেবকী বসুদেবকে শৃঙ্খল মুক্ত করে দিল।

---

যাচ্ছে ঐ স্থানে দেবকীর পিতা প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন—বসুদেব দেবকী সহ ওখানে যত লোক ছিল সবার কাছেই কংস ক্ষমা চাইল, আপনারা সাধু বন্ধুবৎসল; অতঃপর এইরূপ বলতে বলতে বসুদেব-দেবকীর চরণ ধরল।

শ্রীভগবদ্-বিমুখগণের মুখে এই আধ্যাত্ম জ্ঞানের বুলি, প্রত্যুত তাদের ক্রূরতা পোষণের জন্যই হয়ে থাকে—ইহাই প্রকরণের তাৎপর্য॥ জী০ ২৩॥

**২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদপি ময়ি পুত্রহন্তৃত্বমারোপ্যাধিকং চেদ্রোদিষি তর্হি সত্যমহং দুষ্ট এব বুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপমকরবমেব তত্র নিষ্কৃতি র্যুষ্মৎকৃপৈবেত্যাহ ক্ষমধ্বমিতি। শ্যালঃ কংসঃ স্বস্রোরিতি দ্বিবচনানুপপত্ত্যা স্বসৃশব্দেন স্বসৃপতির্লক্ষ্যতে ইত্যেকঃ স্বসৃশব্দো লক্ষকঃ অন্যো বাচকঃ। তয়োরেকশেষাৎ স্বস্রোর্বসুদেবদেবক্যাঃ পাদৌ প্রত্যেকং পাদমগ্রহীদিত্যর্থঃ॥ বি০ ২৩॥

**২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এত কথার পরও যদি পুত্র-বধের দোষ আমার উপর আরোপ করত আরো বেশী রোদন করতে থাকো—তা হলে বলছি, দুষ্টস্বরূপ আমি বুদ্ধিপূর্বক এ পাপ কর্ম করি নি—এর থেকে আমার নিষ্কৃতি একমাত্র আপনাদের কৃপাতেই হতে পারে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**ক্ষমধ্বং**—আপনারা উপস্থিত সকলে আমাকে ক্ষমা করুন। **শ্যালঃ**–কংস। **স্বস্রো ইতি**–ভগিনীদ্বয়ের, এখানে ভগ্নীদ্বয় কোথায়? কাজেই বুঝা যাচ্ছে, 'স্বসৃ' শব্দে স্বসৃ পতি অর্থাৎ ভগিনীপতিকেই লক্ষ্য করা হয়েছে—এখানে 'স্বস্রোঃ' বাক্যের অর্থ হবে বসুদেব-দেবকীর। কংস বসুদেব দেবকী প্রত্যেকের চরণ ধারণ করলো॥ বি০ ২৩॥

**২৪। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** নিগড়াল্লোহশৃঙ্খলাৎ তদা তং কর্ত্তয়ামাসেত্যর্থঃ॥

**২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ নিগড়াৎ** লৌহ শৃঙ্খল থেকে। তখন ঐ শৃঙ্খল কেটে দিলেন॥ জী০ ২৪

**২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিগড়াৎ লোহশৃঙ্খলাৎ॥ বি০ ২৪॥

**২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নিগড়াৎ**—লৌহশৃঙ্খল থেকে। তখন উহা কেটে দিল। [বৃ০ তো০—**আত্মনঃ+সৌহৃদং**—চিত্তের অকুটিলতা ভাব (দেখাতে দেখাতে) কি ভাবে? নিগড়মুক্ত করে দিয়ে এবং বাক্যালাপ ব্যবহারের দ্বারা]॥ বি০ ২৪॥

২৫। ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্ত্বারোষং চ দেবকী।
ব্যসৃজদ্বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ॥
২৬। এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ॥

**২৫। অন্বয় ঃ** দেবকী সমনুতপ্তস্য (সম্যক্ অনুতপ্তস্য) ভ্রাতুঃ(কংসস্য বিষয়ে)ক্ষান্ত্বারোষাঃ চ(শোকং) ব্যসৃজৎ ( তত্যাজ) বসুদেবস্তু প্রহস্য তং (কংসং) উবাচ হ।

**২৫। মুলানুবাদ ঃ** দেবকী অতিশয় অনুতপ্ত ভাইকে ক্ষমা করত ক্রোধ ও শোক ত্যাগ করলেন। বসুদেব তখন হাসতে হাসতে খোলা মনে বলতে লাগলেন—

**২৬। অন্বয় ঃ** হে মহাভাগ! যথা বদসি এতৎ এবং দেহিনাং অহংধী (অহং বুদ্ধিঃ) অজ্ঞানপ্রভবা (ভ্রান্তিমূলা) যতঃ (অহং বুদ্ধেঃ) স্ব পরেতি ভিদা (অয়ং সঃ অয়ং পরঃ ইতি ভিদা)।

**২৬। মুলানুবাদ ঃ** হে মহারাজ! আপনি যা বললেন, তা ঠিকই। দেহীগণের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান থেকেই দেহাদিতে অহংবুদ্ধি জন্মে, যার থেকে ইনি আপন উনি পর, এরূপ ভেদজ্ঞান হয়ে থাকে।

---

২৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** ভ্রাতুস্তত্র চ সম্যগনুতপ্তস্য ক্ষান্ত্বা দৌরাত্ম্যং সোঢ়্বা রোষং চকারাচ্ছোকঞ্চ তত্যাজ। বসুদেবস্তু হ স্ফুটমুবাচ—প্রহস্যেতি, তস্যাপি তাদৃশোক্তেঃ॥ জী° ২৫॥

**২৫। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এই 'ভ্রাতুঃ' পদের সঙ্গেও 'চ' কারটি আসবে। অর্থ হবে, এক তো ভাই, তাতে সম্যক্ অনুতপ্ত—অতএব তার দৌরাত্ম ক্ষমা করা হল। নিজের ক্রোধ দমন হেতু শোকও চলে গেল। বসুদেব কিন্তু হাসতে হাসতে স্পষ্ট ভাবে বলতে লাগলেন। 'হাসতে হাসতে', এই বাক্যে বুঝা যাচ্ছে—দেবকীদেবীরও তাদৃশ-উক্তি॥ জী° ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভ্রাতুরপরাধং ক্ষান্ত্বা রোষং শোকঞ্চ॥ বি° ২৫॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ভাই-এর অপরাধ ক্ষমা করত– ক্রোধ-শোক ত্যাগ করলেন॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** এবমেতদিতি ময়েদং পূর্ব্বমেবোক্তং, ভবতৈব ন মন্যত ইতি ভাবঃ। হে মহারাজেতি, শাস্ত্রজ্ঞানং ত্বয়ি ঘটতৈবেতি ব্যঞ্জিতং, মহাভাগেতি পাঠে তথৈবার্থঃ। পক্ষে ন রাজত ইতি অরাজঃ, হে মহারাজ হে অত্যন্তাশোভমান, অমঙ্গলসান্নিধ্যাদিতি ভাবঃ। তথা মহান্ অভাগঃ অভাগ্যং যস্য, হে পরমদুর্ভগ ইতি। দেহীনামহংধীঃ তত্রাহং ভোক্তা কর্ত্তা ইত্যাদি মতিরজ্ঞানপ্রভবা, যতোহহংধিয়ঃ॥ জী° ২৬॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ এবং এতদ্ ইতি**—আমি এসব কথা পূর্বেও বলেছি, আপনিই তো তা মানেন নি, এরূপ ভাব। **হে মহারাজ**—এই সম্বোধনের ধ্বনি হল, আপনাতে শাস্ত্রজ্ঞান থাকবারই কথা। 'মহাভাগ' এরূপ পাঠ কোথাও থাকলেও অর্থ এই একইরূপ হবে। এর অন্যরূপ অর্থও হতে পারে, যথা—মহা+অরাজঃ=হে মহা অশোভমান্ অর্থাৎ হে অতিশয় নিষ্প্রভ!—নিকটেই

২৭। শোকহর্ষভয়দ্বেষ-লোভমোহমদান্বিতাঃ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ ॥

২৭। **অন্বয় ঃ** পৃথগ্‌দৃশঃ (ভেদদর্শিনঃ জনাঃ) শোকহর্ষ-ভয়দ্বেষ-লোভমোহমদান্বিতাঃ মিথঃ (পরস্পরং) ভাবৈঃ (নৃপব্যাঘ্ররোগাদিভিঃ) ভাবং (মনুষ্যগবাশ্বাদিকং) ঘ্নন্তং (সংহরন্তং কালরূপিণং ঈশ্বরং) ন পশ্যন্তি।

২৭। **মূলানুবাদ ঃ** বহির্দৃষ্টি-জনসকল শোক-হর্ষ-ভয়-দ্বেষ-লোভ-মোহ-মদের অধীন থাকায় বিষয়টি বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু বস্তুতঃ শ্রীভগবানই কালরূপে জীব সকলকে পরস্পর একে অন্যের হন্তা-হন্তব্য রূপে নাশ করছেন।

---

মৃত্যুরূপ অমঙ্গল হেতু নিষ্প্রভ, এইরূপ ভাব। তথা মহান্+অভাগঃ অর্থাৎ হে পরম দুর্ভগ। **দেহীনাম-হংধীঃ**—আমিই ভোক্তা, আমিই কর্তা ইত্যাদি বুদ্ধি অজ্ঞান জাত, যার থেকে অহং বুদ্ধি হয় ॥ জী০২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যতোঽহংধিয় এব হেতোরয়ং স্বঃ অয়ং পর ইতি ভিদা 'সহ সুপেতি' সমাসঃ ॥ বি০ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অহংবুদ্ধিরূপ কারণ থেকে ইনি আপন উনি পর, এরূপ ভেদ বুদ্ধি হয় ॥ বি০ ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ভাবৈর্ভূতৈঃ, পৃথগ্‌দৃশঃ বহির্দৃষ্টয়ঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র বস্তুত ঈশ্বর এব হন্তা, ন দেহো নাত্মা বা; হতশ্চ দেহ এব, নাত্মেত্যর্থঃ। মিথো নিমিত্তভূতৈরিতি যোজ্যম্; মিথো ঘ্নন্তমিতি—তদ্বিধান্ হন্তুং সাক্ষাদবতীর্ণমপি তং তদ্বিধা ন পশ্যন্তীতি শ্লেষার্থশ্চ ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভাবৈর্ভাবং**—জীবের দ্বারা জীব, **মিথো**—পরস্পর (বিনাশ করান)। **পৃথগ্‌দৃশঃ**—বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন। এখানে বস্তুতঃ ঈশ্বরই হন্তা—দেহও না, আত্মাও না। হতও দেহই, আত্মা নয়। **মিথো**—পরস্পর, এক নিমিত্তভূত জীবের দ্বারা অন্য জীবকে বধ করান। অর্থান্তর, যথা—**মিথো ঘ্নন্তং ইতি**—সেই বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন জীবগণকে হত্যা করার জন্য সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হলেও 'ঘ্নন্তং' সেই ভগবানকে সেই বহির্দৃষ্টিজনগণ 'ন পশ্যন্তি' দেখতে পায় না ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মিথঃ পরস্পরং ভাবৈর্নৃপব্যাঘ্ররোগাদিভির্ভাবং মনুষ্যগবাশ্বাদিকং ঘ্নন্তমীশ্বরমিতি শেষঃ। পৃথগ্‌দৃশো বহির্দৃষ্টয়ঃ ॥ বি০ ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মিথঃ**-পরস্পর। **ভাবৈ**-নৃপ, ব্যাঘ্র, রোগাদি দ্বারা **ভাবং**—মনুষ্য, গরু আদিকে নাশ করান, **ঘ্নন্তম্**—ঈশ্বর। **পৃথক্‌দৃশঃ ন পশ্যন্তি**—বহির্দৃষ্টি সম্পন্ন জীব ইহা দেখতে পায় না ॥ বি০ ২৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

২৮। কংস এবং প্রসান্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্‌গৃহম্‌॥

২৯। তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহুয় মন্ত্রিণঃ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া॥

২৮। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—প্রসন্নাভ্যাং দেবকীবসুদেবাভ্যাম্‌ এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) বিশুদ্ধং (নিষ্কপটং) প্রতিভাষিতঃ (সম্ভাষিতঃ) অনুজ্ঞাতঃ (গৃহগমনায় অনুমোদিতশ্চ) কংসঃ গৃহং অবিশৎ (প্রবিবেশ)।

২৮। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—দেবকীবসুদেব এইরূপে প্রসন্নভাবে অকপটে প্রত্যুত্তর দিলে কংস নিজ গৃহে গেলেন, তাঁদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে।

২৯। **অন্বয় ঃ** তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং (গতায়াং) কংসঃ মন্ত্রিণঃ আহুয় যৎ উক্তং তৎ সর্ব্বং তেভ্যঃ (মন্ত্রিভ্যঃ) আচষ্ট (বর্ণিতবান্‌)।

২৯। **মূলানুবাদ ঃ** সেই রাত্রি অতিবাহিত হলে কংস মন্ত্রীগণকে ডেকে অষ্টভুজামহাদেবী কথিত কথাগুলি বললেন।

---

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** এবং তদ্বাক্যানুমোদনেন স্বসিদ্ধান্তনিরূপণেন চ বিশ্রব্ধং কংসস্য বিশ্বাসজনকং যথা স্যাৎ, বিশুদ্ধমিতি পাঠে অকপটং যথা স্যাত্তথা, প্রতিভাষিতো অনুজ্ঞাতশ্চ সন্‌॥

২৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে কংসের বাক্য অনুমোদন এবং নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপনের দ্বারা তার **বিশ্রব্ধম্‌**—বিশ্বাস জনক ভাবে প্রত্যুত্তর দিলেন। 'বিশুদ্ধং' পাঠে—যাতে অকপট হয় সেই ভাবে। **প্রতিভাষিতঃ ইত্যাদি**—প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত ও অনুজ্ঞাত হয়ে (নিজ ঘরে গেলেন)॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বিশুদ্ধমকপটং যথা স্যাৎ বিস্রব্ধমিতি পাঠে সবিশ্বাসম্‌॥ বি০ ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিশুদ্ধং**— অকপট ভাবে, (প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হয়ে)। **বিশ্রব্ধং**—পাঠে বিশ্বাস জনক ভাবে॥ বি০ ২৮॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তজ্‌জ্ঞানমপি ভগবদ্বিমুখানাং তেষাং হৃদি সুস্থিরং ন স্যাদিতি দর্শয়ন্‌ কংসস্য স্বোক্তজ্ঞানবিরুদ্ধব্যবহারমাহ—তস্যামিত্যাদিনা যাবৎ-সমাপ্তি। মন্ত্রিণঃ প্রলম্বকেশি-চানূরাদীন্‌॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** তত্ত্বজ্ঞান থাকলেও শ্রীভগবদ্বিমুখ কংসের মতো লোকদের চিত্ত কখনও সুস্থির হয় না—ইহা দর্শন করিয়ে কংসের নিজ উক্তি বিরুদ্ধ ব্যবহার বলা হচ্ছে—'তস্যাম্‌' ইত্যাদি শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত। **মন্ত্রিণঃ** প্রলম্ব, কেশী, চানুরাদি॥ জী০ ২৯॥

৩০। আকর্ণ্য ভর্ত্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ॥
৩১। এবং চেৎ তর্হি ভোজেন্দ্রপুরগ্রামব্রজাদিষু।
অনির্দ্দশান্নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্॥
৩২। কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব।

৩০-৩২। **অন্বয়ঃ** দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষাঃ (দেবদ্বেষপরায়ণাঃ) দেবশত্রবঃ নাতিকোবিদাঃ (অজ্ঞাঃ) দৈতেয়াঃ ভর্ত্তুঃ গদিতম্ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) তং (কংসং) ঊচুঃ।

হে রাজেন্দ্র! চেৎ (যদি) এবং (যোগনিদ্রয়া উক্তং) তর্হি (তদা) পুরগ্রামব্রজাদিষু অনির্দ্দশান্ (দশদিনন্যূনবয়স্কান্) নির্দ্দশান্ (নির্গত দশদিনান্) শিশূন্ অদ্য বৈ হনিষ্যামঃ।

তব ধনুষঃ জ্যাঘোষৈঃ উদ্বিগ্নমনসঃ সমরভীরাঃ (যুদ্ধভীতাঃ) দেবাঃ উদ্যমৈঃ (চেষ্টাভিঃ) কিং করিষ্যন্তি।

৩০-৩২। **মূলানুবাদ ঃ** সেই দেবশত্রু অজ্ঞ দৈত্যগণ প্রভু কংসের বাক্য শুনে দেবগণের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়ে তাকে বলতে লাগলেন—

(কেশী চানুরাদির উক্তি) হে রাজেন্দ্র! এরূপ যদি হয়েও থাকে তা হলেও পুরগ্রামব্রজাদি স্থানে দশদিন গত হওয়া এবং না-গত হওয়া যত শিশু আছে, তাদের সকলকেই অদ্য বধ করবো।

যাঁরা আপনার ধনুকের ছিলার শব্দে নিত্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, সেই যুদ্ধভীরু দেবগণ বাধা দিতে এগিয়ে এসে কি করবে?

---

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** স্বভাবত এব দেবানাং শত্রবঃ, পুনঃ কৃতামর্ষাঃ সন্তঃ॥

৩০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ দেবশত্রবঃ**—স্বভাবতঃই এরা দেবশত্রু। **কৃতামর্ষ**—পুনরায় ক্রোধান্বিত হয়ে॥ জী০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নাতিকোবিদাঃ ন কোবিদা ইত্যর্থঃ। 'অতি' ইত্যনধিকারার্থম্॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ নাতিকোবিদা**—ন অতি কোবিদা অর্থাৎ অজ্ঞ—এ কথা বলার কারণ সব দৈত্যদেরই জ্ঞানে অনধিকার, 'অতি' শব্দে অনধিকার॥ বি০ ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** হে রাজেন্দ্রেতি সম্বোধনমিন্দ্রেঽবজ্ঞয়া, ভোজেন্দ্রেতি পাঠোঽপি তথৈব, বৈ এব অদ্যৈব॥ জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কংসকে 'হে রাজেন্দ্র' বলে সম্বোধন—ইন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞা হেতু। ভোজেন্দ্র পাঠে—এই একই উদ্দেশ্য। **বৈ**—এব। অদ্য এব অর্থাৎ অদ্যই॥ জী০ ৩১॥

৩৩। অস্তুতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ॥

৩৪। কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ ॥

**৩৩-৩৪ অন্বয় ঃ** অস্তুতঃ (বাণান্ বিধ্যতঃ) তে শরব্রাতৈঃ (বাণসমূহৈঃ) হন্যমাণাঃ (আহতাঃ) জিজীবিষবঃ (জীবিতুমিচ্ছবঃ) উৎসৃজ্য (রণং ত্যক্‌ত্বা) পলায়নপরাঃ যযুঃ।

কেচিৎ দিবৌকসঃ (দেবাঃ) ভীতাঃ ন্যস্তশস্ত্রাঃ (ত্যক্তশস্ত্রাঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ) কেচিৎ মুক্ত কচ্ছশিখাঃ (স্রস্তবসনাঃ আলুলায়িত কেশাশ্চ) ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ [আসন্]।

**৩৩-৩৪। মূলানুবাদ** কোনও এক সময়ে আপনার শরজালে ছিন্নভিন্ন অঙ্গ দেবতাগণ বাঁচবার ইচ্ছায় পলায়ণপর হয়ে বাণবিদ্ধ অবস্থায় রণভূমি ত্যাগ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হয়েছিল।

কোনও কোনও দেবতা ভীত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে দিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বা মুক্তকচ্ছশিখা হয়ে বলল, আমরা ভয় পেয়েছি।

---

**৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অনির্দ্দশান্ দশদিনেভ্যো ন নির্গতান্ নির্গতাংশ্চ ॥ বি° ৩১ ॥

**৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অনির্দ্দশান্**—যাদের দশদিন বয়স পেরিয়ে যায় নি। **নির্দ্দশান্**—যাদের বয়স দশদিন পেরিয়ে গিয়েছে ॥ বি° ৩১ ॥

**৩২। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** ননু তর্হি দেবা যুদ্ধার্থমুদ্যমং করিষ্যন্তি, তত্রাহুঃ—কিমিতি জ্যাঘোষৈঃ পূর্ব্বং যুদ্ধে কৃতৈঃ, সদা লীলায়ামপি বা ॥ জী° ৩২ ॥

**৩২। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কিন্তু তা হলে যে দেবগণ যুদ্ধের জন্য উদ্যম করবে—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, কিম্ ইতি। **জ্যাঘোষৈঃ**—পূর্বে যুদ্ধের সময় আপনার ধনুকে যে টঙ্কার শব্দ হয়েছিল তার দ্বারা। অথবা, সদা লীলায় যে টঙ্কার শব্দ উঠে আপনার ধনুকে, তার দ্বারা উদ্বিগ্ন ॥

**৩৩। শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অস্যত ইত্যাদিনা সূচিতঃ কদাচিৎ কংসস্য দেবগণজয়ো জ্ঞেয়ঃ। তথা চ বিষ্ণুপুরাণে তদুক্তৌ—'কিং ন দৃষ্টোঽহমরপতির্ময়া সংযুগমেত্য সঃ। পৃষ্ঠেনৈব বহন্ বাণানপগচ্ছন্ন বক্ষসা॥ মদ্রাষ্ট্রে বারিতা বৃষ্টির্যদা শক্রেণ কিং তদা। মদ্বাণভিন্নৈর্জলদৈর্নাপো মুক্তা যথেপ্সিতাঃ॥' ইতি। পলায়নপরা বিমুখতয়া ধাবন্ত ইত্যর্থঃ॥ জী° ৩৩ ॥

**৩৩। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** 'অস্যত' ইত্যাদি দ্বারা সূচিত হচ্ছে—কদাচিৎ যে কংস কর্তৃক দেবগণের পরাজয় হয়েছিল, সেই কথা। বিষ্ণুপুরাণে সেই কথা বলা আছে, যথা—"অমরপতি ইন্দ্র কি আমার বলবীর্য দেখে নি। এক সময়ে যুদ্ধ করতে এসে পৃষ্ঠে বাণবিদ্ধ হয়ে পলায়ন করেছিল। তদনন্তর যখন আমার রাজ্যমধ্যে সে বারিবর্ষণ বন্ধ করে দিল, তখন মদীয় শরে ছিন্নভিন্ন হয়ে মেঘ সকল

৩৫। ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্।
হংস্যান্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ॥
৩৬। কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ।
রহোজুষা কিং হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা॥

৩৫। **অন্বয় ঃ** ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ (রথহীনান্) ভয়সংবৃতান্ (ভয়াক্রান্তান্) অন্যাসক্ত-বিমুখান্ (অন্যেষু বিষয়েষু আসক্তান্, অতএব বিমুখান্ যুদ্ধেচ্ছারহিতান্) ভগ্নচাপান্ (ভগ্নধনুষঃ) অযুধ্যতঃ [দেবান্] ন হংসি।

৩৬। **অন্বয় ঃ** ক্ষেমশূরৈঃ (নির্ভয়ে দেশে বীরৈঃ) অংসযুগবিকত্থনৈঃ (যুদ্ধাৎ অন্যত্র স্বশৌর্য্যা-বিষ্করণবাক্যং যেষাং তৈঃ) বিবুধৈঃ (দেবৈঃ) কিং (তব কিমপি নাস্তি) রহোজুষা (নিভৃতস্থিতেন) হরিণা কিং (কিং কর্ত্তুং শক্যং) বনৌকসা (বনবাসিনা) শম্ভুনা কিং [ভয়মস্তি] অল্পবীর্যেণ ইন্দ্রেন কিং তপস্যতা ব্রহ্মণা বা [কিং ভয়ম্]।

৩৫। **মূলানুবাদ ঃ** ভয়ে অস্ত্রশস্ত্র ভুলে যাওয়া,রথাদি বিহীন, ভয়াক্রান্ত, প্রয়োজনান্তরে আসক্ত চিত্ত, যুদ্ধ বিমুখ এবং ভগ্নধনু দেবতাগণকে আপনি বধ করেন নি।

৩৬। **মূলানুবাদ ঃ** যুদ্ধক্ষেত্র বিনা অন্যত্র আত্মপ্রশংসাকারী ও ভয়শূন্য স্থানে বীরত্ব প্রকাশ-কারী দেবতাগণে আপনার ভয় কি ? লোকের অন্তর-গুহায় গোপনে বাসকারী হরি কিম্বা কৈলাশের নিকটস্থ বনপ্রদেশে বাসকারী শিব থেকেই বা ভয় কি ? অল্পবীর্য ইন্দ্র কিম্বা তপস্যাপরায়ণ ব্রহ্মা থেকেই বা ভয় কি ?

---

আমার ইচ্ছা মতো বারিবর্ষণ করেছিল।” ধনুষ্টঙ্কার মাত্রেই উদ্বেগের কারণ স্বরূপে পূর্ব বৃত্তান্ত উল্লেখ করল মন্ত্রীগণ॥ জী° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অস্ততঃ বিধ্যতঃ সতঃ। উৎসৃজ্য রণং ত্যক্ত্বা॥ বি° ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অস্ততঃ**—বাণবিদ্ধ হয়ে। **উৎসৃজ্য**—রণ ছেড়ে দিয়ে।

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** প্রবদ্ধো মূর্দ্ধ্নি ধৃতোঽঞ্জলির্যৈস্তাদৃশো বভুবুরিতি শেষঃ। যতো দিনা দুঃখিতাঃ ক্ষীণচিত্তা বা; ভীতা ইতি কচিৎ পাঠঃ। জী° ৩৪।

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রাঞ্জলয়ো ইত্যাদি**—‘প্র’ বদ্ধ, বদ্ধাঞ্জলি মস্তকোপরি ধৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেল, যেহেতু **দীনা**—দুঃখিতা বা ক্ষীণ চিত্তা। ‘ভীতা’ পাঠও আছে।।

৩৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অহো তব ধর্ম্মপরিপালনেনৈব দেবা জীবন্তীত্যাহুঃ—ন ত্বমিতি। ধৃতান্যপি ভয়াকুলতয়া বিস্মৃতানি খড়্গাদীনি শরাদীনি চ যৈঃ তান্।। জী° ৩৫।।

৩৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অহো আপনার ধর্ম পরিপালনের হেতুই দেবতারা বেঁচে আছে, এই আশয়ে—ন ত্বম ইতি। **বিস্মৃতশস্ত্রা**—যারা হাতে খড়্গ শরাদি ধরেও ছিল, তারাও ভয় ব্যাকুলতায় ভুলে গিয়েছিল ওগুলোর কথা।। জী° ৩৫।।

**৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তব ধার্ম্মিকত্বমেব তেষাং বৃদ্ধৌ হেতুরিত্যাহুঃ। নত্বমিতি। তেনাতঃ-পরং ধার্ম্মিকত্বং ত্যজ্যতাম্। ধর্ম্মস্য নায়ং কাল ইতি ভাবঃ।। বি° ৩৫।।

**৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আপনার ধার্মিকতাই দেবতাদের বাড় বাড়ন্তের কারণ, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সত্বম ইতি। আপনার অতঃপর ধার্মিকতা ত্যাগ করাই উচিত।। বি° ৩৫।।

**৩৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** নন্থ তথাপি জীবন্তস্তেঽভিমানিনোঽবশ্যং বিক্রিয়ং দর্শয়িষ্যন্তি, তত্রাহুঃ—কিমিতি সার্দ্ধকম্। অসংযুগং স্ত্রীপার্শ্বাদি। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র সর্ব্বস্যেত্যাদির্বাস্তবোঽর্থঃ দৈত্যানামভিপ্রেতস্তু ক্ষীরোদাদৌ ত্বদ্ভয়েন নিহ্নুত্য তিষ্ঠতীত্যেব ইতি তাভ্যাং তব রণসংঘট্টেনাগন্তব্যমেতি ভাবঃ। নন্থ তথাপি দেবেন্দ্রোঽবশ্যমাগন্তা, তত্রাহ—কিমিতি। নন্থ ব্রহ্মা তৎসহায়ো ভবিতা, তত্রাহুঃ—ব্রহ্মাণেতি। তপঃপরত্বেন বিক্রমাভাবাৎ তপোব্যয়ভিয়া শাপান্যপ্রবৃত্তেশ্চ তেন সহায়েন অপি সতা কিমিত্যর্থঃ॥

**৩৬। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কংস যেন পূর্বপক্ষ তুলছে, দেখ এরূপ হলেও তথাপি এই অভিমানী দেবতাগণ যতক্ষণ বেঁচে আছে, অবশ্য তাদের বিক্রম দেখাবেই—এরই উত্তরে চানুরাদি বলছে—কিমিতি। এই সব দেবতাদের ভয় কি? **অসংযুগ**—স্ত্রীপার্শ্বাদিতে **বিকত্থনৈঃ**—গর্বোক্তি-প্রকাশকারী (দেবতাগণ হেতু ভয় কি)। হরি-শম্ভুও কি ভয় করবে—এরই উত্তরে,—**রহোজুষা**—অর্থাৎ হরি তো গোপনস্থানপ্রিয়, সকলেরই অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে বসে থাকেন, কচিৎ বাইরে বের হন—স্বামিপাদ এরূপ অর্থ প্রকাশ করলেও এখানে চানুরাদি দৈত্যদের অভিপ্রেত বাস্তব অর্থ কিন্তু এইরূপ, যথা—হরি আপনার ভয়ে ক্ষীরোদাদিতে লুকিয়ে আছে, আপনার রণ-সংঘটের ভিতরে আসবে না। কংসের প্রশ্ন—তোমাদের একথা মেনে নিলেও দেবেন্দ্র অবশ্য আসবে না-কি? অহো, সেই বীর্যহীন এলেই বা কি? কংসের প্রশ্ন, ব্রহ্মা তো এই দেবতাদের সহায় হবে, তখন কি? এরই উত্তরে চানুরাদি বলছে—ব্রহ্মা তপোপরতা হেতু বিক্রমহীন, আর তপের অপচয় ভয়ে শাপদানেও তার অপ্রবৃত্তি,—কাজেই তিনি সহায় থাকলেই বা কি?॥ জী° ৩৬॥

**৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বয়ন্তু তেভ্যঃ কদাঽপি ন বিভীম ইত্যাহুঃ। ক্ষেমে নির্ভয়ে দেশে শূরৈঃ সংযুগাদন্যত্রৈব বিকত্থনং প্রৌঢ়িবাদো যেষাং তৈঃ। ন চ হরেঃ শম্ভোর্বা ভেতব্যং তয়োরপি ত্বত্তুল্য-বলত্বাভাবাদিত্যাহুঃ। রহোজুষেতি। যদি বলং স্যাত্তদা কিমিতি প্রকটীভূয় ন যুধ্যতে কিমিতি লোকানামন্তঃ-করণেষু প্রবিশ্য নিহ্নুয়ত ইতি ভাবঃ। বনৌকসা পুরুষপ্রবেশরহিতমিলাবৃতবনমোকো যস্য তেন ॥বি°৩৬॥

**৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আমরা তো তাদের কদাপি ভয় করি না—এই আশয়ে বলেছে **ক্ষেমশূরৈঃ**—নির্ভয়দেশে বীর এবং **অসংযুগবিকত্থনৈঃ**—যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে অন্যত্রই গর্বোক্তি প্রকাশ-কারী (দেবতাগণে কি ভয়)। হরি বা শম্ভু থেকেও ভয়ের কিছু নেই, কারণ তাদেরও আপনার মত এত বল নেই, এই আশয়ে চানুরাদি বলছে—**রহোজুষা**—এদের প্রীতি গোপন স্থানের প্রতি। যদি বল থাকতো তা হলে প্রকাশ্যে এসে কেন-না যুদ্ধ করছে। হরি লোকের অন্তঃকরণে কেন-বা লুকিয়ে আছে? কেনই বা শম্ভু **বনৌকসা**—পুরুষপ্রবেশ রহিত ইলাবৃত বনবাসী হয়ে আছে?॥ বি° ৩৬॥

**৩৭। তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে।**
**ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্॥**

**৩৮। যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভির্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্।**
**যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে॥**

**৩৭। অন্বয় ঃ** তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যাৎ (শত্রুত্বাৎ) ন উপেক্ষ্যাঃ (ন পরিত্যাজ্যাঃ) ইতি মন্মহে (মন্যামহে) ততঃ (তস্মাৎ) তন্মূলখননে (তেষাং মূলোৎপাটনে) অনুব্রতান্ (অনুগতান্) অস্মান্ নিযুঙ্ক্ষ্ব (নিয়োজয়)।

**৩৮। অন্বয় ঃ** যথা অঙ্গে আময়ঃ (রোগঃ) নৃভিঃ সমুপেক্ষিতঃ (অবজ্ঞাতঃ) (তদা) রূঢ়পদ (বদ্ধ-মূলঃ) চিকিৎসিতুং ন শক্যতে যথা ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) উপেক্ষিতঃ (প্রথমম্ অবজ্ঞাতঃ সন্ পশ্চাৎ নিবারয়িতুং ন শক্যতে) তথা মহান্ বদ্ধবলঃ রিপুঃ ন চাল্যতে (ন পরাজিতুং শক্যতে)।

**৩৭। মূলানুবাদ ঃ** দেবতারা কিছু করতে না পারলেও নীতি শাস্ত্রের অনুসরণ করে চলাই সমীচীন মনে করি আমরা—যেহেতু দেবতারা আমাদের জাতশত্রু, অতএব তারা উপেক্ষণীয় নয়! সুতরাং অনুগত এই আমাদিকে দেব-মূল বিষ্ণুর হিংসায় নিযুক্ত করুন।

**৩৮। মূলানুবাদ ঃ** যেরূপ শরীরে রোগ উপেক্ষিত হলে ক্রমে বদ্ধমূল হওয়ত চিকিৎসার অসাধ্য হয়ে পড়ে। যেরূপ কামাদি ইন্দ্রিয় সমূহ প্রথম থেকে বশে না রাখলে দুর্দমনীয় হয়ে উঠে— সেই-রূপ উপেক্ষিত শত্রু যখন দলবদ্ধ হয়ে বিশাল রূপে দেখা দেয়, তখন আর পরাজয় করা যায় না।

---

**৩৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** মন্মহে মন্যামহে; ননু দেবা ভীতাঃ পলায়িষ্যন্ত এব তত্রাহুঃ—তত ইতি। তেষাং দেবানাং মূলস্য বালকরূপেণাবতীর্য্য স্থিতস্য গুপ্তস্য বিষ্ণোঃ খননে হিংসনে-ঽস্মান্নিযুঙ্ক্ষ্ব॥ জী° ৩৭॥

**৩৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ মন্মহে**—চানুরাদি বলছে—আমরা মনে করি, ভীরু হলেও এই জাতশত্রু দেবতারা উপেক্ষণীয় নয়। পূর্বপক্ষ, বেশ তো কিন্তু দেবতারা তো ভয়ে পালিয়েই গিয়েছে, তাদের আর পাবেন কোথায়? এর উত্তরে চানুরাদি—**তন্মূল** সেই দেবতাগণের মূল বালকরূপে অবতীর্ণ, গোপনে স্থিত বিষ্ণুর **খননে**—হিংসনে **নিযুঙ্ক্ষ অস্মান্**—আমাদের নিয়োগ করুন। জী৩৭।

**৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তদপি ক্ষুদ্রা অপি শত্রবো নোপেক্ষণীয়া ইতি নীতিশাস্ত্ররীতিরনু-সরণীয়ৈবেত্যাহুস্তথাপীতি। বি° ৩৭।

**৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** ক্ষুদ্র হলেও শত্রু উপক্ষণীয় নয়, এই নীতি শাস্ত্র অনুসারেই বলছি—তথাপি ইতি। বি° ৩৬।

**৩৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** ননু গুপ্তশ্চেদসমর্থ এব স মম কিং করিষ্যতি, তত্রাহুঃ—যথেতি। কদাচিন্মহৌষধাদিপ্রভাবেণ তচ্চিকিৎসাসম্ভবমাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্তরমাহুঃ—যথেন্দ্রিয়েতি। বদ্ধবলত্বাৎ এব মহান্ বিবৃদ্ধঃ সন্ ন চাল্যতে, স্থানাদ্ভ্রংশয়িতুমপি ন শক্যতে, কিমুত হন্তুমিত্যর্থঃ। জী° ৩৮।

৩৯। মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপোযজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥

৩৯। **অন্বয় ঃ** বিষ্ণুঃ হি দেবানাং মূলং যত্র সনাতনঃ (অনাদি সিদ্ধঃ) ধর্ম্মঃ (তত্র বর্ত্ততে) তস্য চ (ধর্মস্য) ব্রহ্ম গোবিপ্রাঃ তপঃ সদক্ষিণাঃ (দক্ষিণাযুক্তাঃ) যজ্ঞাঃ (মূলং ভবতি)।

৩৯। **মূলানুবাদ ঃ** বিষ্ণুই দেবতাগণের মূল, যেখানে সনাতনধর্ম সেখানেই বিষ্ণু থাকেন। সেই ধর্মের মূল হল, বেদ-গো-ব্রাহ্মণ-তপস্যা এবং সদক্ষিণা যজ্ঞ।

---

৩৮। **শ্রীজীব বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কংসের যেন প্রশ্ন, গোপনেই যদি থেকে থাকে অসমর্থ সে আমার কি করবে? এরই উত্তরে—যথা ইতি। অর্থাৎ যথা শরীরে রোগ ইত্যাদি। কদাচিৎ ত্বুশ্চিকিস্য রোগও মহৌষধির প্রভাবে সেরে যায়, এরূপ আশঙ্কায় অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছে চানুরাদি—যথা ইন্দ্রিয়-গ্রাম ইতি। ইন্দ্রিয় সমূহ প্রথমেই দমিত না হলে পরে আর তাদের সঙ্গে পারা যায় না। শত্রু বদ্ধবল হেতুই মহান্—বিশাল হয়ে উঠলে **ন চাল্যতে**—আর স্থান চ্যুতই করা যায় না তো মারবার আর কি কথা॥ জীং ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** রূঢ়পদো বদ্ধমূলঃ॥ বিং ৩৮॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** বদ্ধমূল। বিং ৩৮।

৩৯। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ** অথ মূলস্য তস্য গুপ্তস্যাপি হননোপায়ং সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভির্বদন্তো মূলত্বমেব তদ্রহস্যবিদামৃষীণাং বচনানুবাদেনাপি সপরিকরং নির্দ্দিশন্তস্তদ্ধননমেব দৃঢ়ীকুর্ব্বন্তি—মূলমিতি। হি বেদে প্রসিদ্ধম্, সনাতনোঽনাদিসিদ্ধো বেদপ্রসিদ্ধো, ন তূপধর্ম্মাদিরিত্যর্থঃ; ধর্ম্মোঽপূর্ব্বঃ, তপঃ, স্বধর্ম্মাচরণং নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণং, যজ্ঞ-শব্দেন কাম্যকর্ম্মাণ্যুপলক্ষ্যন্তে; সদক্ষিণা ইতি—তথৈব সাঙ্গতয়া ধর্ম্মমূলতাসিদ্ধেঃ॥ জীং ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর গুপ্ত হলেও সেই মূলের হননোপায় সাড়েচার শ্লোকে বলতে গিয়ে রহস্যবিদ্ ঋষিগণের বচন অনুবাদের দ্বারা মূলস্বরূপ দেবাদিকে সপরিকরে নিরূপণ করতে করতে সেই বিষ্ণুর হননই দৃঢ় করে তুলছে চানুরাদি—মূলম্ ইতি। দেবতাগণের মূল যে বিষ্ণু, তা **হি**—বেদে প্রসিদ্ধ। **সনাতন**—এখানে ধর্ম বলতে অনাদি সিদ্ধ—বেদপ্রসিদ্ধ ধর্ম। উপধর্মাদি নয়। **ধর্ম**—অপূর্ব—বর্ণাশ্রমাদি। **তপঃ**—সধর্মাচরণ—নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষণ। 'যজ্ঞ' শব্দ উপলক্ষণে বলা হয়েছে, এর দ্বারা কাম্যকর্মাদিকেও বুঝানো হয়েছে। **সদক্ষিণা ইতি**—যজ্ঞ দক্ষিণা সহ হলেই ধর্মের মূল হয়, নতুবা নয়॥ জীং ৩৯॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ধর্ম্মঃ সনাতন ইতি ধর্ম্ম এব তং জীবয়ংস্তস্য মূলমিত্যর্থঃ। তস্য ধর্ম্মস্য মূলং বেদাদয়ঃ॥ বিং ৩৯॥

**৪০। তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।**
**তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ॥**

৪০। **অন্বয় ঃ** [হে] রাজন্! তস্মাৎ তপস্বিনঃ ব্রহ্মবাদিনঃ যজ্ঞশীলান্ ব্রাহ্মণান্ হবির্দুঘাঃ(ঘৃতাদি-যজ্ঞিয় দ্রব্যপ্রদাঃ) গাঃ চ হন্মঃ (বিনাশয়ামঃ)।

৪০। **মূলানুবাদ ঃ** অতএব হে রাজন্! বেদোপদেষ্টা, সধর্মাচারী, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে এবং দুগ্ধবতী গাভীদের আমরা সর্বপ্রযত্নে হত্যা করব।

---

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ধর্ম সনাতন ইত্যাদি**—দেবতাগণের মূল বিষ্ণু। আর যথা ধর্ম তথা বিষ্ণু। আর সেই ধর্মের মূল হল বেদাদি॥ বি° ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অথ তথাপি তস্য বিষ্ণোরহোজুষ্টত্বেঽপি তৎপরিকর-হননেনৈব হননং স্যাৎ, ইত্যাহুঃ—তস্মাদিতি। সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বেণৈব প্রযত্নেন হন্মঃ তেষাং হননমেবাস্মাকং তদ্ধর্ম্মোপমর্দ্দকঃ পরমো ধর্ম্মঃ ইতি তান্ হন্যামেবেত্যর্থঃ। হে রাজন্নিতি, তব প্রভাবেণৈব সুতরামেবেতি ভাবঃ। ব্রাহ্মণহননে হেতবঃ—ব্রহ্মেত্যাদি, তন্নাশে স্বতো বেদাদিনাশসিদ্ধেঃ; গোহননে হেতুঃ—হবির্দুঘা ঘৃতাদি-যজ্ঞীয়দ্রব্যপ্রদাঃ॥ জী° ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর সেই বিষ্ণুর প্রিয় স্থান গোপন প্রদেশ হলেও তাঁর পরিকর হননের দ্বারাই তার হনন সিদ্ধ হবে। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তস্মাৎ ইতি। **সর্বাত্মনা**—যত প্রকার চেষ্টা আছে, তার সব কিছুই প্রয়োগ করে উহাদের হত্যা করবো। তাদের হননই আমাদের সেই ধর্ম-উপমর্দক পরমধর্ম—তাই তাদের হত্যা করবো, এরূপ ভাব। **হে রাজন্**-এই সম্বোধনের এরূপ ভাব—তুমি দেশের রাজা কাজেই তোমার প্রভাবেই আমরা এ কাজ সম্পন্ন করতে পারব। ব্রাহ্মণ হননের হেতু দেখান হচ্ছে—এই ব্রাহ্মণরা বেদ-উপদেষ্টা, সধর্মাচারী এবং যাজ্ঞিক—ব্রাহ্মণ নাশে বেদাদি নাশ স্বতঃই সিদ্ধ হবে। গো হননে হেতু—সব গোধন মেরে ফেললে ঘৃতাদির অভাবে যজ্ঞ আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে॥ জী° ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তেষামপি মধ্যে ব্রাহ্মণবধেনৈব সর্ব্বে নঙ্ক্ষ্যন্তীত্যাহুঃ। তস্মাদিতি কিঞ্চ যজ্ঞানাং কারণং হবিস্তস্য গাব ইতি তাশ্চ বধ্যা ইত্যাহুর্গাশ্চেতি॥ বি° ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** এদের মধ্যেও এক ব্রাহ্মণ বধেই সব কিছুই অন্তিম দশা প্রাপ্ত হবে। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তস্মাৎ ইতি। যজ্ঞে হবি অবশ্য প্রয়োজন, এটাই যজ্ঞের কারণ আর সেই হবি অর্থাৎ ঘৃত আসে গাভী থেকে—কাজেই এই গাভী বধ করাই উচিত—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'গাশ্চ ইতি'॥ বি° ৪০॥

৪১। বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ॥

৪২। স হি সর্ব্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড় গুহাশয়ঃ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ।
অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্॥

৪১। **অন্বয় ঃ** বিপ্রাঃ গাবঃ চ বেদাঃ চ তপঃ (তপস্যা) সত্যং দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহঃ) শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ) শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা (ক্ষমা) ক্রতবঃ চ (যজ্ঞাশ্চ) হরেঃ তনূঃ।

৪২। **অন্বয় ঃ** সঃ (বিষ্ণুঃ) হি সর্ব্বসুরাধ্যক্ষ (সুরাণাং অধিপতিঃ) অসুরদ্বিট্ (দৈত্যারিঃ) গুহাশয় (সর্বান্তর্যামী) সেশ্বরাঃ (ঈশ্বারণ সহিতা) স চতুর্মুখাঃ (ব্রহ্মণাসহ বর্তমানাঃ) সর্বাঃ দেবতাঃ তন্মূলাঃ (স বিষ্ণুঃ মূলং আশ্রয়ঃ যাসাং তাদৃশাঃ বিষ্ণুং আশ্রত্যৈব সর্বে দেবাঃ স্থিতাঃ) যৎ ঋষীণাং বিহিংসনং অয়ং বৈ তদ্ বধোপায়ঃ (তস্য বিষ্ণোঃ বধোপায়ঃ ভবতি)।

৪১। **মূলানুবাদ ঃ** ব্রাহ্মণ-ধেনু বেদ-তপস্যা-সত্য-দম-শম-শ্রদ্ধা-দয়া-সহিষ্ণুতা এবং যজ্ঞ, এই বিষ্ণুর শরীর।

৪২। **মূলানুবাদ ঃ** একদিকে যেমন তিনি অসুর-শত্রু তেমনই আবার অন্যদিকে দেবতাদের প্রধান নায়ক—একথা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা শিব সহ সকল দেবতার আশ্রয় এই বিষ্ণু সদা অদৃশ্য হয়ে বাস করেন। কাজেই এই যে বলা হল, ঋষিগণের হিংসা - ইহাই তার বধের উপায়।

---

৪১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** ন কেবলং তে বিষ্ণোঃ পরিকরাঃ, অপি তু তনুনির্ব্বিশেষাঃ, অপীতি পূর্ব্ববদনুবদন্তি—বিপ্রা ইতি। তপঃ স্বধর্ম্মাচরণং, সত্যঞ্চ যথার্থ-ভাষণমিতি সাধারণধর্ম্মঃ, দমাদয়ঃ প্রায়ো নিবৃত্তিধর্ম্মাঃ, ক্রতবশ্চ প্রায়ঃ প্রবৃত্তিধর্ম্মা ইতি বিবেচনীয়ম্। পূর্ব্বতোঽত্রাধিক্যেন দমাদীনামুক্তিস্তদ্বতামপৃষীণাং জিঘাংসয়া। তনূরিত্যেকত্বং সমাহারপ্রাধান্যেন; তনুরিতি হ্রস্বান্তপাঠো ন বহুত্র॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** ব্রাহ্মণাদি কেবল যে বিষ্ণুর পরিকর তাই নয়, কিন্তু অভিন্ন-তনু—এই আশয়ে পূর্ববৎ শাস্ত্রানুসারে বলা হচ্ছে—বিপ্রা ইতি। বিপ্রাদি শ্রীহরির তনু—**তপঃ**—স্বধর্মাচরণ। **সত্য**—যথার্থ কথন—সাধারণ ধর্ম। **দমশম** - এ দুটি প্রায় নিবৃত্তিধর্মা। **ক্রতবঃ**—এটি প্রায় প্রবৃত্তি ধর্মা—পূর্বে যা বলা হয়েছিল, তার থেকেও এখানে অধিকরূপে দমাদি গুণের উল্লেখ করার কারণ, শুধু যে ব্রাহ্মণ হত্যা করব তাই নয়—এই সব গুণযুক্ত ঋষিদেরও হনন করব॥ জী° ৪১॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** এবং তদ্ধননে সতি দেবতান্তরহিংসা তু পিষ্টপেষণমেবেত্যাহুঃ—স হীতি; স হি স এব যথাঽসুরদ্বিড়পি স এব, দ্বিতীয়ো হি-শব্দঃ প্রসিদ্ধৌ। তর্হি কথমসৌ সাক্ষাদেব ন হিংস্যেত? তত্রাহুঃ—গুহাশয়ঃ সদৈব অদৃশ্যবাসত্বাৎ, সম্প্রতি পৃথিব্যাং জাতত্বেঽপ্যগুপ্তত্বাদসৌ ন দৃশ্যতেঽন্যথা জীয়তৈবেতি ভাবঃ। তস্মাৎ পূর্ব্বযুক্তিমেব সংক্ষিপ্য উপসংহরন্তি—অয়মিত্যর্দ্ধকেন। গুপ্তত্বাৎ

শ্রীশুক উবাচ।

৪৩। এবং দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্ম্মতিঃ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে কালপাশাবৃতোঽসুরঃ॥

৪৩। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—এবং (ইত্থং প্রকারেণ) কালপাশাবৃতঃ (যমপাশাবৃতঃ) দুর্ম্মতিঃ অসুরঃ কংসঃ দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সহ সম্মন্ত্র্য (আলোচোয়িত্বা) ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে (অবধারয়ামাস)।

৪৩। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—কালপাশে বদ্ধ অসুর কংস দুষ্টমন্ত্রিগণের সহিত এইরূপ পরামর্শ করত ব্রাহ্মণ বধেই নিজের মঙ্গল নিশ্চয় করলেন।

---

ষাত্যবালেষ্বপি প্রায়ো নৈব প্রাপ্যঃ। গাবঃ স্তন্যদুগ্ধাদিনা বাহুজীবিকা অপি ভবন্তি, তেষাং ধর্ম্মমূলত্বম-প্যেষামেবহিংসয়াপগেচ্ছদিত্যভিপ্রেত্যাহুঃ—ঋষীণামিতি। ব্রহ্মবাদিপ্রভৃতীনামেব তদ্বধোপায় ইত্যস্য অয়ং ভাবঃ। পূর্ব্বং খলু ধর্ম্মস্য তজ্জীবিকাত্বেন তদাশ্রয়ত্বমুক্তম্, তস্য চ বেদাদয়ো মূলানি, অতস্তত্তনুতুল্যা এব তে, তত্র চ বিপ্রাস্তেষামপ্যাশ্রয়াঃ, ততস্তস্য দুর্গপতেরিব গুহাশয়স্য তল্লক্ষণ-মূলজীবিকা-স্থান-হিংসয়ৈব হিংসা স্যাদিতি॥ জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে বিষ্ণুর হননে দেবতান্তর হনন তো পিষ্টপেষণ ন্যায়েই সিদ্ধ হয়ে যায়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—স হি ইতি। সেই বিষ্ণুই একদিকে যেমন অসুরদ্বেষী, তেমনি আবার অন্যদিকে দেবতা প্রধান—এতো প্রসিদ্ধ কথাই, তা হলে কেন-না একে সাক্ষাতই বধ করছ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**গুহাশয়ঃ**—সে যে সর্বদাই অদৃশ্যরূপে থাকে। সম্প্রতি পৃথিবীতে জন্মের গুণে প্রকাশ হয়ে গেলেও, যাতে দেখা না-যায় এই ভাবেই কোথাও বেঁচে আছে। সেই হেতু পূর্ব যুক্তিই সংক্ষেপ করে এনে উপসংহার করা হচ্ছে—'অয়ম্ ইতি' এই অর্ধেক শ্লোকে। বধার্হ হলেও এই বালকে গোপনতা গুণ থাকাতে, এ প্রায় হাতের নাগালের বাইরে। গাভী স্তন্যদুগ্ধাদি দ্বারা এ-দেশের সকলেরই প্রাণধারণের উপায়, তাই এরা ধর্মমূল হলেও হিংসার যোগ্য নয়, এই অভিপ্রায়ে বলা হচ্ছে—ঋষীণাম ইতি। ঋষি শব্দে-ব্রহ্মবাদি প্রভৃতি। এদের বধই ঐ বিষ্ণুর বধের উপায়। বিপ্রাদি ধর্মের জীবনোপায় হওয়ায় ইহাদিকেই ধর্মের আশ্রয়রূপে উল্লেখ করা হল। বেদাদি শ্রীহরির মূলও বটে, অতএব এরা শ্রীহরির তনুতুল্যই। এর মধ্যেও আবার বিপ্র বেদাদিরও আশ্রয়, অতএব শ্রীহরির দুর্গপতির মতো। বিষ্ণুসম্বন্ধীয় মূল জীবনোপায় স্থানে হিংসা দ্বারাই গুহাশয় শ্রীবিষ্ণুর হিংসা সাধিত হয়॥ জী° ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ব্রাহ্মণবধ এব তস্য শরীরপাতো ভাবীত্যাহুঃ বিপ্রা ইতি। ঋষীণাং বিহিংসনমিতি সর্ব্বমূলস্য বিষ্ণোরপি মূলত্বাদিতি ভাবঃ॥ বি° ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিপ্রা**—ব্রাহ্মণ বধেই শ্রীবিষ্ণুর শরীরপাত হবে, তাই বলা হচ্ছে—বিপ্রা ইতি। **ঋষিণাং বিহংসনম্ ইতি**—ঋষিদের বধই তার বধোপায়—ইহার কারণ সর্বমূল বিষ্ণুরও মূল হল এই ঋষিগণই, এই রূপ ভাব॥ বি° ৪২॥

৪৪। সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ ॥
৪৫। তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ ॥

৪৪। **অন্বয় ঃ** সাধুলোকস্য কদনে (পীড়নে) কদন প্রিয়ান্ (জন দ্রোহকারিণঃ) কামরূপধরান্ (স্বেচ্ছয়া বহুরূপধারিণঃ) দানবান্ দিক্ষু সন্দিশ্য (প্রেরয়িত্বা) গৃহং আবিশৎ ।

৪৫। **অন্বয় ঃ** আরাৎ (সমীপে) আগত মৃত্যবঃ (আসন্নমৃত্যবঃ) তমসা চ মূঢ়চেতসঃ রজঃ প্রকৃতয়ঃ তে বৈ (কংস প্রেরিতাঃ দৈত্যাঃ) সতাং (সাধূনাং) বিদ্বেষম্ আচেরুঃ (চক্রুঃ) ।

৪৪। **মূলানুবাদ ঃ** অনন্তর কংস স্বভাবতঃই পীড়নেচ্ছু ও ইচ্ছানুযায়ী রূপ ধারণে সমর্থ দানবগণকে সাধুলোক পীড়নে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করল।

৪৫। **মূলানুবাদ ঃ** আসন্ন মৃত্যু, তমোগুণ বশতঃ মূঢ়চিত্ত এবং রজঃপ্রকৃতি কংসানুচরগণ তখন ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণকে উৎপীড়ন করতে লাগল।

---

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** স্বতো দুর্ম্মতিঃ, পুনশ্চ দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সহ সমমন্ত্র্য; হিতমিতি হিতামিতি বা পাঠঃ ॥ জী° ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** কংস স্বতঃই দুর্মতি। তার মধ্যে আবার দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত ব্রাহ্মণ বধেই নিজের মঙ্গল নিশ্চয় করলেন ॥ জী° ৪৩ ॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** কদনে নিমিত্তে ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ কদনে**— উৎপীড়ন নিমিত্ত ॥ জী° ৪৪ ॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** রজঃস্বভাবত্বাৎ কুপথগামিবুদ্ধয়ঃ, উদ্রিক্তেন তমসা চ সাধুদর্শিতমপি সৎপথমপশ্যন্তঃ বিদ্বেষফলমাহ—আরাদিত্যাদিনা ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** রজঃস্বভাব হেতু কুপথগামিবুদ্ধিসম্পন্ন কংসানুচরগণ। তমোগুণের উদ্রেক হেতু সাধুদ্বারা দেখান হলেও যারা সৎপথ দেখতে পায় না, সেই অনুচরগণ। বিদ্বেষের ফল বলা হচ্ছে—**আরাৎ ইত্যাদি**—মৃত্যুর মুখে গিয়ে পড়ে ॥ জী° ৪৫ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভীতং রাজানমাশ্বাসয়তি আরাদিত্যাদিনা ॥ বি° ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্থো দশমস্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আরাৎ ইতি** ভীত পরীক্ষিত মহারাজকে আশ্বস্ত করা হচ্ছে, 'আরাৎ' আসন্ন মৃত্যু, মূঢ়চিত্ত এই সব বিশেষণে বিশেষিত করে ॥ বি° ৪৫ ॥

৪৬। আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

৪৬। **অন্বয় ঃ** মহদতিক্রমঃ (মহতাং অবমাননং) পুংসঃ আয়ুঃ শ্রিয়ং যশঃ ধর্ম্মং লোকান্ আশিষঃ এবং চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি হন্তি।

৪৬। **মূলানুবাদ ঃ** যে জন মহদতিক্রম করে তার আয়ু-শ্রী-যশ-ধর্ম প্রভৃতি নিখিল সাধ্য সাধন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

---

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** লোকান্ ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্, আশিষো নিজবাঞ্ছিতানি, আয়ুরাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যম্; কিং পৃথঙ্‌নির্দ্দেশেন, সর্ব্বাণ্যপি শ্রেয়াংসি সাধ্য-সাধনানি, পুংসঃ সাধিতা-শেষপুরুষার্থস্যাপি জনস্য মহতাং তাদৃশাং শ্রীবিষ্ণোরপ্যুপজীব্যশীলত্বেন প্রসিদ্ধানাম্ অতিক্রমো বাচনিকাত্মনা-দরোঽপি॥ জী° ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ লোকান্**—ধর্মসাধ্য স্বর্গাদি। **আশিষ**—নিজ বাঞ্ছিত বস্তু। 'আয়ু' প্রভৃতি পরপর শ্রেষ্ঠ। আর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলবার কি প্রয়োজন, নিখিল শ্রেয় অর্থাৎ সাধ্য-সাধন সমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কার নাশ হয়? অশেষ পুরুষার্থ যার লাভ হয়েছে, এমন জনেরও। **মহদতিক্রমঃ**—তাদৃশ শ্রীবিষ্ণুরও নিশ্চিন্ত বিশ্রাম স্থান বলে প্রসিদ্ধ মহতের **অতিক্রম**—বাক্যাদির দ্বারা অনাদরও॥ জী° ৪৬॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-চতুর্থ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত।